MONISHI NATIKA

প্রথম প্রকাশ
মহালয়া (৬ই আশ্বিন) ১৩৬৩

চন্দন ঘোষ কর্তৃক
গ্রন্থ-গৃহ, ৮এ, কলেজস্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২
থেকে প্রকাশিত ও
সৌরভ ঘোষ কর্তৃক
মন্মথ মুদ্রণী, ২৮।৩।আর, রামকৃষ্ণ সমাধি রোড,
কলিকাতা-৫৪ থেকে মুদ্রিত।

আমার স্নেহের

নাতনী **মিষ্টি-কে**

ও নাতি **টুস্টু-কে**

দিলাম—

যারা জীবন-মঞ্চের

ভাবী-কুশীলব ।

যাঁদের জীবনী নিয়ে এই নাটিকাগুচ্ছ—

বাংলা সাহিত্যকে জানা

এবং

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর লোভে

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

বাংলা বিভাগের

যে সমস্ত অধ্যাপকদের সৎ সান্নিধ্য লাভ করে

সৎ এবং প্রগতিশীল সাহিত্য সৃষ্টির

অনুপ্রেরণা পেলুম—

সেই সব জনপ্রিয়, মহৎ অধ্যাপকদের হাতে

তুলে দিলুম আমার তিনখানা ছোট নাটক।

স্নেহধন্য

অগ্নিদূত

নিবেদন: নাটক অভিনয়ের জন্য মঞ্জুর হলে নাট্যকারের লিখিত অনুমতি অবশ্যই নিতে হবে। উপযুক্ত ডাক টিকিট সমেত অনুমতি নেবার ঠিকানা—

—অগ্নিদূত। ৩৫/১, অধরচন্দ্র দাস লেন। কোলকাতা—চার।

দূরভাষ: ৩৫—৫৭৭৪.

এই লেখকের অন্যান্য বই:

নাটক—এয়ী। সপ্তক। ঝিঁ ঝিঁ পোকার কান্না (একাংক ও পূর্ণাঙ্গ)। বকশিশ। নরক থেকে ফিরে। বিচার। অন্ধকারের নীচে সূর্য। ইতিহাসের মৃত্যু। (যন্ত্রস্থ)। রবিবারের সকাল।

উপন্যাস—পান্না—হীরে—চুণি। আপন কইনু পর। শুধু ছায়া পথ। নগর-গলি-রাজপথ। রক্তের রঙ নীল (যন্ত্রস্থ)।

প্রথম কথা : মৌলিক নাটক লেখার প্রতিশ্রুতি আগেই দিয়েছিলুম। এখন প্রতিশ্রুতি রাখতেই এসেচি। ভাল মন্দ নিশ্চয়ই জানতে পারবো।

সাদা-মাটা নাটক, সুতরাং তত্ত্বের কৌশল এখানে ঠাঁই পায়নি। আমাদের দেশের নাটক---আমাদের নাটক—আর ঠিক সেইখানেই আমিত্বের অহংকার শতকরা একশো ভাগ।

অনুমতি নেবার কথাটা জোর করে বলেচি, কারণ, এক—নাটক চলচে কিনা এবং লিখবো কিনা। দুই, আত্মতৃপ্তি। তিন, নাটক লিখলে পয়সা পাওয়া যায় না। তবুও যদি কেউ নাট্যকারের পরিশ্রমকে কিছুমাত্র স্বীকৃতি দিয়ে সম্মান মূল্য (Royalty) স্বরূপ কিছু পাঠান। চার, উপস্থাপনার কাজে যদি ব্যক্তিগতভাবে কিছুমাত্র সহযোগিতা করতে পারি। পাঁচ, নিজের নাটকের সুষ্ঠু উপস্থাপনা দেখার লোভ।

দ্বিতীয় কথা : আজকের তিনটি নাটক নিয়ে যে তিনটি নাটুকে দল এবং বন্ধুরা বেশী নাচানাচি করচেন তাঁদের প্রত্যেককেই জানাচ্চি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা- এঁরা হচ্ছেন 'মুকুট' নাট্য সংস্থার জীবন বসু—'পঞ্চপ্রদীপ' গোষ্ঠীর শান্তি ঘোষাল—'প্রতিবিম্ব' সংস্থার প্রকাশ নন্দী এবং বন্ধুবর মাণিক ঘোষ, সুব্রত মুখার্জী।

তৃতীয় কথা : তিনটি নাটকই বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরস্কৃত হয়েচে। 'পুরস্কার' এবং 'বেলা শেষের গান' নাটক দু'টি অন্য নামে পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সংস্করণ শেষ হওয়ার সাথে সাথে দ্বিতীয় সংস্করণ ব্যবসায়িক কারণে ছাপা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া এই পুস্তকে অন্য নামে নাটক দু'টি প্রকাশ করার সবচেয়ে বড় কারণ নাটকের আমূল পরিবর্তন এবং পরিমার্জন করে যা

দাঁড়িয়েচে সেটুকুতে নামেরও পরিবর্তন করা দরকার মনে হয়েচে। কাজেই এ পক্ষ, সে পক্ষ যে কোন পক্ষের কাছ থেকে ত্রুটি সংক্রান্ত কোন ঝামেলা আসার আগেই স্বেচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আগে থাকতেই করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে রাখচি।

ঝুলন যাত্রা

নাট্যকার

বেলা শেষের গান

॥ চরিত্রলিপি ॥

রাজেন উকিল
মধু
নিতাই
পচা
ছেদি
রতন
সুজত
আর দু'তিন জন লোক

[সন্ধ্যে হব হব । একটা ভাঙা বাড়ীর বড় দালান ঘর। ঘরের একপাশে রাজেন উকিল বিপর্যস্ত সাজে শুয়ে রয়েচে। ঘন ঘন নাক ডাকার শব্দ কানে ভেসে আসচে। ঘরের অপর পাশে নিতাই একটা টুলের ওপর গুম হয়ে বসে এক পা নাচাচ্ছে। মধ্যেখানে পচা হাবাগোবার মত চুপ করে বসে আচে নিতাই হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে—]

নিতাই ॥ খুন করে ফেলবো !

পচা ॥ [ঘাবড়ে গিয়ে] কাকে ?

নিতাই ॥ তোকে !

পচা ॥ আমি আবার কি করলুম ?

নিতাই ॥ শালা একটা কাজ করতে পারিস না—সব সময় সাধুগিরি।

পচা ॥ আমি যা পারবো না সেই কাজ না করতে বললেই পারিস্!

নিতাই ॥ তুই কোন কাজটা পারিস্? সেবার যাও বা একটা ব্যাগ ঝাঁপলি—তাও তাতে পুঁজি মাত্তর বাহাত্তর পয়সা।

পচা ॥ কেন সেবারের দু'টো টাকা—

নিতাই ॥ সেই দু'টাকার নোটটা একেবারে খাঁটি জাল।

পচা ॥ খাঁটি আবার জাল হয় কি করে ?

নিতাই ॥ খাঁটি জাল মানে খাঁটি জাল—যে জাল আর আসল করা যায় না—মানে যে জালটা শত্‌করা একশো বার জাল—বুঝেচিস্ পচা ?

পচা ॥ কেন বুঝবো না—এতো একবারে খাঁটি জল [হাসি। ওপাশে জোরে নাক ডাকার শব্দ। নিতাই ক্ষেপে গিয়ে রাজেনের দিকে কটাক্ষ করে—]

নিতাই ॥ শালা! খালি রাহুর মত গিলবে—আর নাক ডাকবে!

পচা ॥ অতবড় একজন লোককে গালাগালি দিস্ কেন ?

নিতাই ॥ গালাগালি আবার কখন দিলুম—শালাটা আবার গালাগালি নাকি ? শালা মানে কি জানিস্ ?

পচা ॥ [বিরক্ত হয়ে] জানি না। যা।

নিতাই ॥ রাগচিস্ কেন মাইরি—আর বলবো না শালা—থুড়ি—মানে আর গালাগালি দেব না। দাঁড়া বুদ্ধির গোড়ায় একটু দম দিয়ে নিই। [বিড়ির জন্যে পকেটে হাত দেয়] ধ্যাৎ—পকেট খালি! [মধুর ঝোলানো জামার পকেট থেকে বিড়ি বের করে] যাক্ বেঁচেছি—কিন্তু এখন খ্যাঁচাকল পাবো কোথা? দেখি ও পকেটটা [অপর পকেট থেকে দেশালাই বের করে] সাবাশ!

পচা ॥ তুই মধুদার বিড়ি নিলি কেন?

নিতাই ॥ [বিড়ি ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে] বেসি পচ্ পচ্ করিস্নি পচা। মুড নষ্ট করলে পেঁদানি খাবি—চেপে বোস্। [পা দোলাতে দোলাতে ধোঁয়া ছাড়তে থাকে] শোন্ পচা—মাথায় একটা প্ল্যান এসেচে—

পচা ॥ কি?

নিতাই ॥ একটা লোতুন কাজ করবো—এটা ইক্স্ট্রা কাজ—যা হবে শালা ফিপ্‌টি ফিপ্‌টি, বুঝেচিস্?

পচা ॥ খারাপ কাজ হলে আমি পারবো না।

নিতাম ॥ এই লাও—লাইন থেকে সট্‌কাচিস্ কেন মাইরি। সব জিনিসে তোর খিঁচ করার অভ্যেস গেল না। শালা সাধুগিরি করতে হয়—যা না লিজের সৎ মায়ের কাছে—দেবে শালা বিষ খাইয়ে—বস, বেশি খচাস্নি। শোন—আজকে পেরাডাইসে একটু লোতুন খেল চালু হচ্ছে মাইরি—রাস্তার পোষ্টার দেখেচিস্? হায় হায়—

দিল একেবারে ধরকে দেয়—পাগলী যা নাচবে না—এক—দুই—তিন [অশ্লীল ভঙ্গিতে নাচ] চা—চা—চা—!

পচা ॥ বাজে বই!

নিতাই ॥ [ঘুষি বাগিয়ে তেড়ে যায়] দিলি তো শালা মাটি করে—

[সহসা মধুদা নেপথ্য থেকে চিৎকার করে ওঠে]

মধু ॥ [নেপথ্যে] কিরে তোরা গেলি!

নিতাই ॥ হ্যাঁ—গেছি [দৌড়ে পালাতে গিয়ে রাজেনের কাছে বাধাপ্রাপ্ত হয়। রাজেনের নাক ডাকার শব্দ গাঢ় হয়] শালা!

[নিতাই, পচা মঞ্চ ছেড়ে চলে গেল। একটু পরে মধুর প্রবেশ। শুকনো মুখ—খোঁচা খোঁচা দাড়ি—ভাঙ্গা চেয়ারে এসে বসলো। বিড়ি ধরালো]

মধু ॥ ব্যাটারা খালি ফাঁকি দেবে—আজকে টাকা না আনতে পারলে পেটে লাথি মেরে তাড়াবো—

[রাজেন ঘুম থেকে উঠে বিছানা পত্তর গোছাতে থাকে। মধু বিড়ির পোড়া অংশটুকু ফেলে দেয়। রাজেন তা কুড়িয়ে নিয়ে টান দিতে যায় এমন সময়—]

মধু ॥ ওটা ফেলে দাও।

রাজেন ॥ ফেলে দেব!

মধু ॥ হ্যাঁ! [নতুন বিড়ি পকেট থেকে দেয়] এই নাও।

রাজেন ॥ [বিড়ি নিয়ে টান দিতে থাকে। পেরিয়ে আসা জীবনের একটা মুহূর্ত চোখের সামনে ভেসে উঠলো] ইওর অনার ! ঝুড়ি ঝুড়ি প্রমাণ উপস্থিত করার পরেও আপনারা বলবেন যে আমার ছেলে অপরাধী ! কিন্তু কেন ? সত্যের মাপকাঠি দিয়ে যদি বিচার করা যায় তবে ধর্মাবতার আমি বলবো—আমার ছেলে অপরাধী নয়। আর যদিই বা অপরাধী হয় তবে একমাত্র খুনের অপরাধে তার প্রাণদণ্ড—অসম্ভব ! ইম্‌পসিবিল্‌ !

মধু ॥ আবার বক্‌ বক্‌ করছে। যাও--

রাজেন ॥ [নিজেকে সংযত করে] মক্কেল এলে—

মধু ॥ বসতে বলবো। যাও [রাজেন চলে যায়] যত্তোসব। —এভাবে কতদিন চলে ! তিনদিন একটা পয়সাও রোজগার হ'ল না। না, পকেটমারীতে আর সুবিধা হচ্ছে না ! এবারে একটা বড় রকমের কিছু বাগাতে না পারলে চলছে না। [রতনের প্রবেশ। কপালে রক্তের দাগ] কিরে, এত সকাল সকাল ফিরলি যে, ওকি, কপালে রক্ত কেন ?

রতন ॥ ধরা পড়েছিলুম।

মধু ॥ কোথায় ? কেমন করে ?

রতন ॥ বার নম্বর ট্রামে যখন ডিউটি দিচ্ছিলুম তখন—

মধু ॥ [ব্যস্তভাবে] তখন ?

রতন ॥ সেকেণ্ড ক্লাসে উঠেছিলুম। গাড়ীতে ভীড় তেমন

ছিল না। ব্লেড চালিয়ে ব্যাগটা কোনরকমে হাতের মধ্যে নিয়ে এলুম, তারপর—

মধু ॥ তারপর ?

রতন ॥ তারপর হাতে-নাতে ধরা, আর পরমুহূর্তেই পাব্‌লিকের শুল্কহীন বিক্ষিপ্ত চপেটাঘাত।

মধু ॥ লাগেনি তো ?

রতন ॥ তেমন নয়—তবে বেশ খানিকটা—হাড়-পাঁজরাগুলো যা ভাঙতে বাকী। ভাবচি আমার দ্বারা এ কাজ হবে না।

মধু ॥ তবে কার দ্বারা হবে ? যাদের টাকা পয়সা আছে, যারা মোটা মাইনের চাকরী করে তাদের দ্বারা……

[আচম্‌কাভাবে রাজেনের পুনঃ প্রবেশ।]

রাজেন ॥ হ্যাঁ—রিয়েলি তাদের দ্বারা—যারা পাচ্ছে—যাদের আছে, তারাই আরো বেশী পেতে চায়—যারা পায় না তারা অল্প পেলেই খুশী।

ইওর অনার, আজ আমি যে কথা বলছি তা সম্পূর্ণ সত্য—এতে মিথ্যের এতটুকু রঙ নেই। আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি—ধর্মাবতার আমার ছেলে মোটেই অপরাধী নয়—বিশ্বাস করুন ধর্মাবতার—এ ঘটনা সম্পূর্ণ সাজানো—খুন আমার ছেলে করেনি—বিশ্বাস করুন, আসামীর কাঠগড়ায় আমার ছেলে দাঁড়িয়ে আছে বলে আমি যে তার প্রতি এতটুকু

পক্ষপাতিত্ব করছি তা নয়! আমি সব যুগ—সর্বকাল সর্বোপরি সর্বদেশের একটা সত্যকে উদ্‌ঘাটন করতে চেষ্টা করচি [দম নিয়ে] ছকে বাঁধা লিখিত আইনের কাছে আমার ছেলে দোষী—আমি তা স্বীকার করি। কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের দরবারে আমার ছেলে মোটেই অপরাধী নয়। এত কিছু বলার পর—আশা করি আপনারা সকলে আমার বক্তব্য বিষয় বিবেচনা করবেন।

রতন॥ [রসিকতা করে টেবিল চাপড়ায়] অর্ডার—অর্ডার—অর্ডার।

[মধু রতনকে চড় মারতে গিয়ে হেসে ফেলে। রাজেন নিজেকে নিজের মধ্যে ফিরে পায়। মধু ব্যাণ্ডেজ বের করছিল—রাজেনের নজর গেল মধুর দিকে]

রাজেন॥ [এগিয়ে গিয়ে] দু' একটা পয়সা দাও তো।

মধু॥ পয়সা?

রাজেন॥ হ্যাঁ।

মধু॥ পয়সা কি হবে?

রাজেন॥ পয়সায় কি হবে! তাই তো! পয়সায় কী না হয়? পয়সাই তো সব। পয়সার জন্যেই তো এ বাড়ীটা মেরামত করতে পারছি না—পয়সার জন্যেই তো—যাক ওসব ছেঁদো কথা। পয়সা দেবে কি না বল?

মধু॥ পয়সা নেই।

রাজেন ॥ নেই ?

মধু ॥ না।

রাজেন ॥ ঠিক আছে—দরকার নেই। রাজেন চৌধুরী কি করে পয়সা রোজগার করতে হয় তা জানে [যেতে গিয়ে রতনের কপালের দিকে চোখ যায়] কি হ'ল—তোমার কপালে রক্ত কেন ?

মধু ॥ মার খেয়েছে।

রাজেন ॥ মার খেয়েছে, কে মারলো ?

মধু ॥ পাবলিক—মানে রাস্তার লোকেরা।

রাজেন ॥ জানি ওরা মারবে—ওরা শুধু মারতেই আসে—ওরা মারে মেরে পালায়—মার খায় না। হতভাগার দল ! যাকৃগে আমি চলি—হ্যাঁ ভাল কথা, মক্কেল এলে বসতে বলো কেমন ?

রতন ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ—আপনি আসুন—মক্কেল এলে বসতে বলবো—বলবো, উকিলবাবু জরুরী কাজে একটু বাইরে গেছেন—এক্ষুণি এসে পড়বেন।

রাজেন। থ্যাঙ্ক ইউ—থ্যাঙ্ক ইউ।

[উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে বেরিয়ে গেল]

মধু ॥ পাগলাটাকে এবার তাড়াতে হচ্ছে।

রতন ॥ কেন ? ও আবার কি করলো ?

মধু ॥ থেকে থেকে এক এক সময় এমন করে যে—

রতন ॥ তুমি তাড়ালে কি হবে—ও তো এটাকে নিজের বাড়ী বলে মনে করে।

মধু ॥ তা যা বলেছিস—লোকটার ওপর বড্ড মায়া হয়—এক এক সময় রেগেও যাই। কিন্তু কপালগুণে গোপাল জোটে··· যেমন তুই।

রতন ॥ [ঘাবড়ে] আমি আবার কি করলুম—

মধু ॥ কোন কাজটাই সাক্সেস্‌ফুলি করতে পারিস না। আজ মাস পয়লা—একেবারে প্রথম ক্ষেপেই ধরা পড়লি ?

রতন ॥ শুধু ধরা পড়লে তো বাঁচা যেত। তার ওপর আড়ং ধোলাই—সেটা যাবে কোথা ?

মধু ॥ [কপালে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে] একটু বুঝে শুনে কাজ করবি তো যতসব আজে বাজে চিন্তা নিয়ে কারকর্ম করলে এই সব 'রিস্‌ক'-এর কাজ করা যায় না। জানিস্‌—এই পকেট মারাটাও একটা 'আর্ট'; তার ওপর সাধনাও বটে—কাজেই মনোযোগ দিয়ে কাজ কর্ম কর। এক কাজ কর—ট্যাক তো গড়ের মাঠ—তুই বরং ন' নম্বর ডাউন বাসে ডিউটি দে—ডালহৌসি থেকে উঠবি—আজ মাইনের দিন—বাবুরা মোটা মোটা তোড়া নিয়ে বাড়ী ফিরছে; কাজেই বুঝে শুনে—

রতন ॥ না মধুদা—আমি আর পকেট মারবো না।

মধু ॥ এই দেখ ভাল ছেলের কথা। একদিন মারধোর খেয়ে ভয় পেয়ে গেলি ? যা যা—সবে তো সন্ধ্যে।

রতন ॥ যে কাজে মন চায় না, সে কাজ না করাই ভাল, তাই····

মধু ॥ বেশ তো, করিস না মন যে কাজে নেই সে কাজ করিস না। কিন্তু কাজে মন না দিলে মন লাগবে কি করে?

রতন ॥ তা বলে এইসব আজে বাজে—নোংরা—

মধু ॥ আজে বাজে! নোংরা! তুই আমায় হাসালি রত্না। আরে আমরা যে সমস্ত আজে বাজে নোংরা কাজ করি তার চেয়ে বহুৎ আচ্ছা আচ্ছা লোকেরা আরো মারাত্মক আজে বাজে কাজ করে থাকে। তবে আমরা সামনাসামনি তারা একটু ভেতরে ভেতরে—এই যা তফাৎ। এইসব আজে বাজে কথা কখনও ভাবিস্ না। কাজ করে চল—কাজেই মানুষ বড় হয়।

রতন ॥ না মধুদা—এই ছোট কাজে আর—

মধু ॥ করবি না, তাইতো? বললাম একটা বড় কাজ কর। বাবু আবার বলে কিনা ছেনতাই করলে সম্মান হানি হবে। চোর পকেটমারের আবার সম্মান কিসের রে? যা-যা কাজে যা। কি হল, হাঁ করে মুখের দিকে তাকিয়ে আছিস যে! ও! আজও বোধহয় পেটে কিছু পড়েনি? এক কাজ কর। রাস্তার চাপা কল থেকে খানিকটা গঙ্গাজল খেয়ে কাজে যা। তাতে পেটও ভরবে—পুণ্যিও হবে।

রতন ॥ আবার যদি মারধোর দেয়—

মধু ॥ মারধোর দেয় খাবি। ভয় নেই তোকে তো আর

কেউ মেরে ফেলছেনা। আজ আমার কিছু টাকা চাই বাড়ীতে মানি-অর্ডার করতেই হবে।

রতন ॥ মাফ করো মধুদা।

মধু ॥ (গম্ভীর স্বরে) র—ত—ন !

রতন ॥ চোখ রাঙালে কি হবে ? সামান্য একটা জিনিসের জন্যে নানাজাতের লোকের হাতে মার খেতে হয়। হাজার জনে দেখে টিট্‌কিরি দেয়। এতে লজ্জা হয় না বুঝি !

মধু ॥ লজ্জা। বেঁচে আছিস কেন ? বাঁচার জন্যেই তো যত সব নোংরামী। কাজ নেই—সুযোগ নেই, আছে শুধু সমস্যা। আর এই সমস্যার সমাধানের জন্যে চাই টাকা। টাকা ! কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। এরপর তুই যদি আমার সামনে দাঁড়িয়ে এইসব সুবুদ্ধির কথা বলবি তবে আমি তোর জিভ উপরে ফেলবো। যা কাজে যা। বাসে আবার ভিড় কমে যাবে।

রতন ॥ (যেতে গিয়ে থামে) মধুদা, একটা কথা বলবো ?

মধু ॥ কি কথা ?

রতন ॥ সাতটা টাকা দিতে পার ?

মধু ॥ টাকা। অত টাকা ! কেন ? এখানে কি তোর বাপের জমিদারী আছে ?

রতন ॥ মধুদা !

মধু ॥ হ্যাঁ—ঠিকই বলছি। একশোবার বলবো। এখানে

কি তোর বাপ স্বর্গে যাবার সময় টাকার ট্যাঁকশাল খুলে গিয়েছিল ?

রতন ॥ তুমি আজ আমায় সবচেয়ে দুঃখ দিলে মধুদা।

মধুদা ॥ দুঃখু: কেন দুঃখু! দুঃখু পেলে জীবন চলে না। তোর টাকা চাই, না ? টাকা কোথায় পাবি ? ভিক্ষে করতে গেলে লোকে বলে এত বড় মস্তানের মত চেহারা খেটে খেতে পার না! ফুটে জুতো পালিশ করতে বসলে জায়গা পাওয়া যায় না। মোট বইতে গেলে ঘুষ দিতে হয়। পুরুষ হয়ে জন্মেছিলি কেন ? মেয়ে হয়ে জন্মালেতো বেশ্যাবৃত্তি করেও টাকা জোগাড় করতে পারতিস।

রতন ॥ (বিনয়ের সুরে) সাতটা টাকা না হলে মায়ের ওষুধ কেনা হবে না। এই যে ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপসন্।

[প্রেস্‌ক্রিপসন্ দেখায়, বিরক্ত হয়ে মধুদা তা ফেলে দেয়]

মধু ॥ ধ্যাৎ তোর প্রেস্‌ক্রিপসন্। কি দরকার মায়ের ওষুধের, মেরে ফেলতে পারিস না। খানিকটা বিষ এনে দে, সেটুকু খেয়ে মরুক!

রতন ॥ মধুদা!

মধু ॥ যে ছেলের দু'দুটো হাত পা থাকতে নিজের একটা মাকে খাওয়াতে পারে না সে ছেলের বেঁচে লাভ কি ?

রতন ॥ মধুদা।

মধু ॥ (অপ্রকৃতিস্থভাবে) বেরো—বেরিয়ে যা। (ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। রতন কিছু পরে আস্তে আস্তে উঠে পড়ে, তারপর পথের দিকে যেতে চায় এমন

সময় মধু নিজেকে সামলে নিয়ে) এই শোন্ (হাতের একটা আংটি খুলে দেয়) এই নে—বাজারে বন্ধক রেখে কিংবা বিক্রি করে মায়ের ওষুধ কিনে নিয়ে যা।

[রতন নিরুত্তর] নে বলছি—জানিস্—এই আংটিটা—হ্যাঁরে এই আংটিটা আমার মা আমায় দুটো একটা পয়সা জমিয়ে কিনে দিয়েছিল যখন আমি ম্যাট্রিক পাশ করি। এখন এটা দিয়ে তোর মায়ের কিছুটা কাজে লাগাব। তোর মা, আমার মা—ও জগতের সবাইকার মা, যা—

[রতন চলে যাবে এমন সময় ছেদিলালের প্রবেশ। রতনের মলিন অবস্থা দেখে ছেদি একটু অবাক হলো। রতন চলে গেল -ছেদি মধুর কাছে এসে বললো—]

ছেদি ॥ কিবে শালা মধুদা! মন্দিরে একা একা বসে কি করছিস্ মাইরি? অফিসে যাবি না?

মধু ॥ অফিসে!

ছেদি ॥ আবে হ্যাঁ হ্যাঁ অফিসে। শালা সোট কাট কথাটা বুঝতে পারলে না? (হাত সাফাইয়ের নমুনা দেখায়) হাত সাফাই করতে।

মধু ॥ আজ তো আমার বেরুবার কথা নয়।

ছেদি ॥ মাইরি—তুমি শালা এতো কোমরোজ কাজে যাও যে হামাদের কাজকর্ম করতে শালা মুডই আসে না—অথোচো ভাগের বেলায় তুমি শালা পুরো দোশ আনা লিবে—

মধু ॥ [রেগে] বাজে বাকিস্ না—বেশী বকর বকর করলে এখুনি—

ছোঁদ ॥ [চোখ বড় করে] তুমার মনটা হঠাৎ গুসা হোল কেন বাপ ! মহব্বতে পড়লে নাকিত—

মধু ॥ [প্রচণ্ড রেগে] ছোঁদ !

ছোঁদ ॥ আই বাব্বা ! তুমি আবার বড় বড় গোরম গোরম গোল গোল আঁখি দিখাচ্ছ কেন বাপ ? দেখ এই সাজ সন্ধ্যা বেলায় ওসব ভাল লাগে না [হঠাৎ থেমে উল্লসিত হয়ে] দেখ মধুদা— শালা রত্না টেরামে একটা ভদ্দরলোকের পকেট থেকে একটা বেগ সাফ করেছিল—ব্যস্ শালা সোঙ্গে সোঙ্গে ধরা পড়লো—আর শালা পাবলিকেরা এইসান ঠুসোর পর ঠুসো জমালো যে রত্না শালা একেবারে কাশ্মীরী পরোটা হয়ে গিলো—হা—হা—হা।

মধু ॥ তুই কি করছিলি ?

ছোঁদ ॥ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মোজা দেখছিলুম।

মধু ॥ একজন মার খাবে—আর তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখবি ? তুই গিয়ে কোথা—

ছোঁদ ॥ রাম বলো—হামি ছাড়াতে গেলে হামায়ভি সোন্দেহ করবে। তারপর ঠুসোর পর ঠুসো জমিয়ে একেবারে দহিবরা করিয়ে ছাড়ুক আর কি—সেটি হোবে না গুরু—

মধু ॥ [ক্ষিপ্ত হয়ে] দেখ ছোঁদ—

ছোঁদ ॥ চেপে বসো শালা—মেট্রিক পাশ করে তুমি একেবারে বুদ্ধু বনে গেছো—তুমি সামান্য একটা কথা বুঝতে পার

না। আরে বাবা যাদের দোয়ায় হামরা বেঁচে আছি তারা যদি হামাদের দুচারঠো ঠুসো দেয়—সেটুকু হামাদের সহ্য করা উচিত। আবে তোমাদের বাংলায় একটা কি কোথা আছে না—ঐ যে—হ্যাঁ— যে শালা গরু দুধ দেয় তার লাথিটা ভি মিষ্টি আছে!

মধু॥ যদি মরে যায়—

ছেদি॥ হি—হি—হি—তুমি শালা হামাকে হাসিয়ে দিলে! আরে বাবা হামাদের মত পকেটমারের জাত কখনো মরে না—মরতেভি পারে না। এই দেখ না সেবার —সেবার বালীগঞ্জের বাসে ঐ বুড্ডার পকেট মারতে গিয়ে শালা সোঙ্গে সোঙ্গে ধরা পড়ে গেলাম। গেঁড়া করলুম সামান্য একটা পেন—লেকিন শালা পঁচিশ পয়সার একটা পেনের জন্যে এইসান ঠুসে দিল যে হামি একেবারে ওজ্ঞান হয়ে পড়লুম। কিন্তু দেখলে তো গুরু সাতদিনের মধ্যে মায়ের ছেলে সিধে হাস-পাতাল থেকে ঘরে চলে এলুম। যাক্ গুরু ওসব কথা —এখন একটা আসোল কথা বলতো—

মধু॥ কি?

ছেদি॥ না—থাক!

মধু॥ আরে বল না।

ছেদি॥ খোচে যাবে না তো?

মধু॥ [হেসে] না রে—

ছেদি॥ [ধীরকণ্ঠে বেশ সমীহ করে] একটু মাল খিলাও না।

মধু॥ কি বল্লি! মাল খাবি?

ছেদি॥ হ্যাঁ।

মধু॥ ট্যাঁকে পয়সা আছে?

ছেদি॥ না।

মধু॥ তবে বল খাবি কেন? এ সপ্তাহে কত কাজ করেছিস হিসেব দে—

ছেদি॥ আই বাপস্—ওসব হিসেব-টিসেব আমার কাছ থেকে পাবে না—তোমার মত শিক্ষিত হামি লই—তবে হ্যাঁ জ্ঞান দিতে পারে—আর হামার মত জ্ঞান অনেক শালাই দিতে পারে—যাক বেশী কথা বলবো না—[চলে যেতে চায়] তুমি তো গুরু হামাকে মাল খিলাবার এখি ছোড়লে না—হামি বোরং হাওড়া ইষ্টিশানে একটু চক্কোর দিয়ে আসি—দেখি কিছু সোটকাতে পারি কি না।

মধু॥ একটু দেখে শুনে —

ছেদি॥ তুমি গুরু কুচ্ছু ভেবো না। [দ্রুত গিয়ে থেমে যায়]

মধু॥ কি রে—থামলি কেন?

ছেদি॥ একটা ছোট্ট কথা বলি গুরু।

মধু॥ কি বল।

ছেদি॥ না গুরু—পরে হবে।

মধু॥ আরে বল না।

ছেদি॥ বলি—[মধু ঘাড় নাড়ে] বলি?

মধু ॥ হ্যাঁ ।

ছেদি ॥ [ঢোক গিলে] বলি ?

মধু ॥ [ধমক দিয়ে] বলবি তো—খালি বলি—বলি —

ছেদি ॥ বলছি তো তুমি আবার ঘাবড়ে দাও কেন—বলছিলাম কি [চোখ বুঁজে দ্রুত বলে] তোমার পোষ্টটা মাইরি হামাকে দিয়ে দাও —

মধু ॥ [হেসে] কেন ?

ছেদি ॥ [ভয়ে চোখ খোলে—মধুকে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখে হাসে] মানে—মানে তোমার মনটা বড্ড—সাদা সিদে—মানে বড্ড নোরম মাইণ্ডের—এই সোব বেইমানের কাজ শালা তোমাকে দিয়ে হবে না ।

মধু ॥ [জোরে] এটেনশন্ [ছেদি কথা বন্ধ করে দাঁড়ায়] এবাউট্‌টার্ণ [পেছন ঘোরে] কুইকমার্চ [চলতে থাকে] লেফট্—রাইট—লেফট্—রাইট—হল্ট [ছেদি থামে] একটু বুঝে শুনে —

ছেদি ॥ [দ্রুত] সে তোমাকে কুছু ভাবতে হবে না—হামি বোরং রুম্লাকে লিয়ে একটু টেলিং দিয়ে আসি—হ্যাঁ রস্তা এখন কুথা গুরু ?

মধু ॥ বাড়ীতে ।

ছেদি ॥ ঠিক আছে [যেতে উদ্যত] ।

মধু ॥ শোন—ওর মনটা—

ছেদি ॥ মারো মনের ট্যাঙ্কে [হিন্দি ছবির চালু গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে যায়]

[ছেদি একপাশে বেরিয়ে গেল। মধু বিপরীত দিকে চলে গেল। মঞ্চ কিছুক্ষণের জন্যে নিঃস্তব্ধ। প্রয়োজনে মুহূর্তের জন্যে মঞ্চের আলো নিভিয়ে দেয়া যেতে পারে। আলো জ্বলতে বাইরে থেকে নিতাই ও পচা প্রবেশ করলো]

নিতাই ॥ [হাতে একটা কৌটো। মুখে বিরক্তির লক্ষণ] কিবে—এই রকম চুপসে থাকিসনি বাপ—কিছু বল [পচা গম্ভীর হয়ে থাকে] লাও—শালা হিসেবটা মিলিয়ে লে—লাইট শোতে যাবো—এখন থেকে লাইন না মারলে সব আশা ঘিঁচ হয়ে যাবে।

পচা ॥ তুই ঐ অন্ধ বুড়োর কৌটোটা নিলি কেন ?

নিতাই ॥ বেস্ করিচি —

পচা ॥ তোর সঙ্গে আমি কথা বলবো না।

নিতাই ॥ বোয়ে গেল—শালা ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির—

পচা ॥ এই গালাগালি দিবি না—মধুদাকে বলে দেব।

নিতাই ॥ বলে দেব—কোট শালা—আচ্ছা বুঝিস না কেন 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম'—এ দুনিয়াতে কোন জিনিসই সাচ্চা নয়—

পচা ॥ তা হোক—বুড়োটা হয়তো ভাবচে—কে নিল, হয়তো সাত দিন ধরে রোজগার করেছে হয়তো কতদিন খায়নি—বাড়ীতে—

নিতাই ॥ কিন্ শালা পচ পচ করছিস—লে পয়সাগুলো

গুনে লে—পেরাডাইসে সাহারার নাচ দেখলে সব ভুলে যাবি।

পচা ॥ ছেনতাইয়ের কথা মধুদার কানে গেলে পিঠের ছাল চামড়া সব খুলে নেবে —

নিতাই ॥ জানবে কি করে—তুই যদি বেপারটা আলগা করে দিস তা হলেই সব খিঁচ—লে [কৌটো খুলে পয়সা গুনতে থাকে—ইতিমধ্যে বাইরে থেকে রজত প্রবেশ করে। দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকে] এই হচ্ছে পঁয়ষট্টি নয়া তোর আর আমার এই পঁয়ষট্টি— আর বাকী এই এগারো পয়সা—এটা গুরুকে দিয়ে দেব।

রজত ॥ আচ্ছা—এটা কি সতের বি—

নিতাই ॥ হ্যাঁ [সম্বিৎ ফিরে পেয়ে] না—কাকে চাই [রজতকে লক্ষ্য করে] কোথা থেকে আসছেন ?

রজত ॥ আমি মধুবাবুকে চাই —

নিতাই ॥ নাই।

রজত ॥ আমি ওর ভাই।

নিতাই ॥ আমি নিতাই—বলচি নাই।

মধু ॥ [নেপথ্যে] কে রে ?

নিতাই ॥ কে জানে—আমি বোঝাচ্ছি যে তুমি নাই—

মধু ॥ [প্রবেশ করে] আরে—রজত তুই !

রজত ॥ হুঁ —

মধু ॥ বস—তারপর কেমন আছিস—হঠাৎ কি মনে করে—

নিতাই ॥ [চোখ বড় করে] যা বাবা ! এ—দেখছি সত্যি চেনা লোক —

মধু ॥ বল বাড়ীর সব কেমন আছে ? তুই—বাবা—তোর বৌদি —

রজত ॥ ভাল ।

মধু ॥ তা এখানকার ঠিকানা পেলি কোথা থেকে—

রজত ॥ [ম্লান হাসি] আশ্চর্য হচ্ছো—না ? জান সত্য কোনদিন চাপা থাকে না—কোন না কোন সূত্রে একদিন তা প্রকাশ হয়ে পড়বেই—তার স্পষ্ট প্রমাণ [পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে] এই চিঠিটা—হয়তো অনেকটা ইমোশনের চাপে পড়ে—নতুবা ভুল করেই এই বাড়ীটার ঠিকানা এই চিঠিতে লিখে ফেলেছ—আজ আমি কোলকাতায় একটা কাজের ইনটারভিউ দিতে এসেছিলাম—অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই ঠিকানায় খোঁজ নিতে এলাম—তবে তোমাকে যে পাব তা আশা করতে পারিনি ।

মধু ॥ তা বেশ তো—বস খাওয়া দাওয়া কর—দাঁড়া আমি তোর জন্যে কিছু—

রজত ॥ থাক—ব্যস্ত হবার কোন দরকার নেই—আমি এখুনি চলে যাবো ।

মধু ॥ সেকি ! এই তো এলি !

রজত ॥ আমি আমার তাগিদে এসেচি, তুমি তো আর আমাকে আসতে বল নি ।

মধু। তুই শুধু শুধু আমার উপর রাগ করছিস—মানে কাজের চাপ এত বেশী পড়েছে—তুই তো আর এখানে থাকিস না—তা হলে বুঝতে পারতিস।

রজত॥ তা বলে তোমার ঠিকানাটা চিঠিতে লিখলে কী মহাভারতটা অশুদ্ধ হতো?

মধু। দেখ—মানে ঠিকানা লেখাটা সবচেয়ে পরের কাজ—কিন্তু চিঠি লিখতে লিখতে লেখাটা এত বড় হয়ে যায় যে কিছুতেই ঠিকানাটা আর ধরে না—অনেক সময় ভুলেও যাই—তা ছাড়া—

রজত॥ থাক্—একটা সুখবর দিচ্ছি শোন—আমি বি. এ-তে ফার্ষ্ট ক্লাস পেয়েছি।

মধু॥ হ্যাঁ—বলিস কি!

নিতাই॥ লে হালুয়া—ও মধুদা—এই লাও ভাগের দরুণ খুচরো পয়সা।

মধু॥ [ক্ষিপ্ত হয়ে] কি বল্লি শালা শুয়োরের বাচ্চা—পেটে লাথি মারবো।

[রজত স্তব্ধ হয়ে যায়। নিতাই বিস্মিত। পচা ভয়ে থতমত খেয়ে গেছে। মধু রজতের দিকে চেয়ে বলে] একেবারে ছোট লোক—দেখচে আমি ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলচি—তা নয়—

নিতাই॥ সেলাম ওস্তাদ— [প্রস্থান]।

[মধু রীতিমত ঘাবড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি আসন ছেড়ে উঠে পড়ে]।

মধু ॥ তুই একটু বস—আমি এক্ষুণি আসচি।

[মধু নিতাইকে অনুসরণ করে। পচা চলে যেতে চায় রজত বাধা দেয়]

রজত ॥ আপনার নাম ?

পচা ॥ পচা -বাবা ডাকতেন পঞ্চু—মা পেঁচো—

রজত ॥ মা বাবা আছেন ?

পচা ॥ না। পটোল তুলেছেন।

রজত ॥ ভদ্র ভাষায় কথা বলতে পারেন না ?

পচা ॥ 'মরে গেছে'র চেয়ে পটোল তোলাটা আধুনিক ভাষা—মানে ভাল ভাষা—

রজত ॥ কে বলেছে।

পচা ॥ মধুদা—

রজত ॥ কি করেন ?

পচা ॥ কিছু নয়—শুধু লাইনে বেরোই।

রজত ॥ লাইন—তার মানে ?

পচা ॥ মানে সবার সঙ্গে বেরোই—

রজত কিন্তু করেনটা কি ?

মধু ॥ [দ্রুত প্রবেশ করে] আরে কিছু না কিছু না—এখানে থাকি—মাঝে মাঝে হেলপ্ করি—[পচাকে যেতে ইসারা করে। পচা চলে যায়] তা রজত আজ এখানে থাকবি তো—না—

রজত ॥ দাদা—তোমার সম্পর্কে কিন্তু আমার দারুণ কৌতূহল।

মধু॥ বাস্তবের কঠিন পথে তো কোন দিন হাঁটিসনি—বয়েস হোক—জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বাড়ুক তারপর দেখবি জীবনের কোন জিনিসের ওপর কৌতূহল থাকবে না—জীবনের এইতো সবে শুরু—

[বাইরে থেকে রতন হাঁপাতে হাঁপাতে প্রবেশ করে। হাতে একটা কোলিও ব্যাগ]।

মধু॥ কিরে—কি ব্যাপার—হাঁপাচ্ছিস কেন ?

রতন॥ পরে বলছি।

[রজত সরে গিয়ে সব লক্ষ্য করে]

মধু। ছেদি কোথায় ?

রতন॥ এই ব্যাগটা সাফ করে আমার হাত দিয়ে সরিয়ে দিল।

মধু॥ তারপর ?

রতন॥ আমি লুকিয়ে নিয়ে চলে এসেছি—ওরা আমার পিছু নিয়েছে।

মধু॥ ছেদি ধরা পড়েনি তো ?

রতন॥ হ্যাঁ—লোকেরা ওকে মারতে মারতে ধরে নিয়ে গেল।

মধু॥ এখন উপায় !

রতন॥ একটা কথা বলবো ?

মধু॥ তাড়াতাড়ি বল।

রতন॥ চলো—আমরা এখান থেকে চলে যাই—এই নোংরা পরিবেশে না থেকে—

মধু ॥ ফের তুই জ্ঞান দিচ্ছিস ?

[বাইরে কোলাহল শোনা যায়]

১ম জন ॥ ব্যাটা ব্যাগটা নিয়ে এদিকে ঢুকলো বলে মনে হ'ল।

২য় জন ॥ ঢুইকা পড়েন—ইডা তো একটা বাড়ী বলেই মনে হয়।

[রতন দ্রুত পলায়ন করলো। রজত বেশ থানিকটা তফাতে সরে দাঁড়ালো। মঞ্চে বেশ কিছু লোক ঢুকে পড়ে। মধুর ওপর ক্রমাগত মারধোর চলে। রজত সবকিছু নীরবে সহ্য করে]

২য় জন ॥ হ্যালা বুদ্ধি কইরা কাম সারছে—ব্যাটা চুর।

মধু ॥ না দাদা—আমি চোর নই—

২য় জন ॥ হ' ব্যাটা সাধু—মার হ্যালারে।

[১ম জন মারে]

মধু ॥ উ ?

১ম জন ॥ [জামার কলার ধরে] উ কিবে—

[পেটে ঘুষি মারে]

মধু ॥ আ !

২য় জন ॥ আরো মারেন—হাত দুইডা ভাইঙ্গা দেন।

১ম জন ॥ ঠিক আছে—এবারে একটা দশ কিলো জমিয়ে দিই !

রজত ॥ [থাকতে না পেরে] দাঁড়ান—

২য় জন ॥ এ আবার কে রে—গায়ে বেশ ভদ্দর ভদ্দর গন্ধ ছাড়ছে—দেব নাকি পনের কিলো সাঁটিয়ে—

রজত ॥ কি ? এখানে এসে গুণ্ডাবাজি [গলায় কলার চেপে ধরে] কি ভেবেছেন কি ?

২য় জন ॥ আপনি কে মশয় ?

রজত ॥ চুপ করুন-- যে চোর তাকে ধরতে পারেন না ! আপনারা জানেন—এই ভদ্রলোক আপনার ব্যাগ চুরি করেছেন ?

২য় জন । কি করে জানুম—তবে হ' ব্যাগডা তো পাইচি—

রজত ॥ ব্যাগ পেয়েছেন— নিয়ে চলে যান—ছি-ছি আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিত । একটা ভদ্রবাড়ীতে ঢুকে মারামারি করছেন—জানেন—পুলিশে খবর দিলে আপনাদের অবস্থাটা কি হবে ?

১ম জন ॥ আই বাপস্—পুলিশ ! [ভয়ে] দয়া করে যদি আপনার পরিচয়টা একটু দেন স্যার—

রজত ॥ আমি হাচ্ছি [মধুকে দেখিয়ে] এনার ভাই ।

২য় জন ॥ এঁ্যা—কি কইলেন ! ভাই !

১ম জন ॥ সেকি দাদা—চুরে চুরে মাসতুতো ভাই-- বেশ ভাই !

২য় জন ॥ কাইটা পড়েন—

রজত ॥ [উত্তেজিত] গেট আউট—

২য় জন ॥ যাইতাছি—[দ্রুত পলায়ন । এবং সকলের

প্রস্থান। কিছুক্ষণ ওরা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। পরে রাজেন প্রবেশ করে]।

রাজেন ॥ [ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে] হোয়াট এ ড্রামাটিক সিচুয়েশন! হু আর ইউ? এরা কি বোবা নাকি! [রজতের প্রতি] এই আধমরা ব্যক্তিটি তোমার কে?

রজত ॥ আমার ভাই।

রাজেন ॥ ভাই! মানে আপন ভাই? তুমি পকেট মারের ভাই! বেশ ভাই। [আস্তে আস্তে রাজেন স্টেজ-এর দিকে এগিয়ে যায়] পকেট মারের ভাই! একজন ভদ্র লোক—সে পকেট মারের—ইয়োর অনার, এ যে পকেট মারে এরজন্য কি এ দায়ী? একজন ভদ্রলোকের ছেলে অনেক দুর্বিপাকে পড়ে তবে সে এ লাইনে নেমেছে—এ ইনবর্ণ পকেটমার নয় ধর্মাবতার বিচার চাই—আমি জানতে চাই এই অপরাধের প্রকৃত আসামী কে? [রজতের প্রতি] ইউ, [মধুর প্রতি] ইউ। দেন [নিজের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে] নো—নো—দেন অয়ার ইজ আসামী? হোয়ার ইজ দি একচুয়াল ক্রিমিন্যাল? [মৃদুহেসে] নেই? আসামী নেই—পালিয়েছে—আসামী পালিয়েছে—আসামী নেই, কি নেই। কেন নেই! মানে নেই—খোকা নেই আমার খোকা নেই—খো—কা! [উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে রাজেন বেরিয়ে যায়।]

রজত ॥ দাদা, তুমি তা হলে এখানে থেকে এই সব কাজ কর !

মধু ॥ রজত !

রজত ॥ আমি যে কথা বলছি তার উত্তর দাও। তুমি এখানে—

মধু ॥ হাঁ আমি এখানে—এখানেই আমি থাকি। এখানেই আমার ঘর—আমি এই কাজ করি।

রজত ॥ থাক ; আর বলতে হবে না। আজকে বুঝলাম কেন তুমি চিঠিতে ঠিকানা দাও না। ঠিকানা লিখলে পাছে কেলেংকারী ঘটে সেই জন্য—ছিঃ ছিঃ! দাদা, তুমি আমাদের বংশের মান সম্মান সবকিছু নষ্ট করলে! তোমার চুরি করা পকেটমারের পয়সা দিয়ে আমরা খেয়ে বাঁচি—লেখা পড়া শিখি! ছিঃ– ছিঃ—তুমি শেষকালে মিথ্যে কথা—

মধু ॥ [গাঢ় স্বরে] রজত ! বইয়ে পড়া সত্যিমিথ্যের ধারণা দিয়ে তুমি তোমার দাদাকে বিচার করতে এসোনা।

রজত ॥ আচ্ছা দাদা, কী দরকার ছিল এই সব নোংরা কাজ করে টাকা পয়সা রোজগারের !

মধু ॥ টাকা পয়সা না হলে খেতিস কি ? লেখাপড়া শিখতিস্ কি করে ?

রজত ॥ তা বলে মিথ্যাকে আশ্রয় করে ?

মধু ॥ মিথ্যে ! সত্য বলে আমরা যাকে জানি, যখন আমরা

তাকে আশ্রয় করতে পারি না তখন মিথ্যাকে কেন সত্য বলে মেনে নেব না ?

রজত ॥ তা হলে ভগবানের কাছে যে ক্ষমা পাব না ।

মধু ॥ ভগবানের বিচার ভগবান করবেন, তাঁর বিচারের কথা আমরা ভাববো কেন ?

রজত ॥ ভাবছি তুমি এত অধঃপাতে নামলে কি করে ? আমাদের বংশের মান, ঐতিহ্য সব কিছু নষ্ট হয়ে গেল !

মধু ॥ আমার কলেজে পড়া ভাই আজ আমায় শিক্ষা দিতে এসেছে ! মান ! সম্মান ! ঐতিহ্য ! দুঃখ হয় তোরা নতুন দিনে—নতুন কিছু বলতে পারলি না ।

রজত ॥ এরপর সবাই যখন জানতে পারবে তখন লোকের কাছে মুখ দেখাবো কি করে ?

মধু ॥ ভয় নেই । আমি তোদের পথ থেকে সরে দাঁড়াবো ; আমার নোংরামিতে তোদের জীবনে কলঙ্ক আনবো না । তোরা তোদের বংশ-মান-সম্মান-সমাজ নিয়ে বেঁচে থাক ! আমি যে পকেটমার ! [মধু যেতে চায়, রজত বাধা দেয় ।]

রজত ॥ কোথায় যাচ্ছ ?

মধু ॥ জানি না ।

রজত ॥ তবুও—

মধু ॥ যদি বলি মরতে ?

রজত ॥ দাদা !

[শুনে আহত হয় । খানিকক্ষণ নিঃস্তব্ধ]

মধু॥ হ্যাঁ, সেইটাই আমার একমাত্র পথ। তোদের সমাজে ঐতিহ্য আছে, বংশমর্যাদা আছে, আমি না মরে গেলে তোরা মাথা তুলে দাঁড়াবি কি করে? [রজত হাত ধরে] হাত ছাড়!

রজত॥ না। তুমি যেতে পারবে না।

মধু॥ যেতে আমায় হবেই।

রজত॥ যেতে তোমাকে দেবো না। দাদা, ভুল মানুষ করে, সে ভুল ও অন্যায়ের ক্ষমা আছে—চল, বাড়ী চল। অতীত ঘেঁটে লাভ নেই, চল আবার নতুন করে জীবন শুরু করবে।

মধু॥ কেন. কিসের আশায়?

রজত॥ বেঁচে থাকার আশায়।

মধু॥ [মুগ্ধ দৃষ্টি রজতের মুখের দিকে প্রসারিত করে।] বেঁচে থাকার আশায়!

রজত॥ হ্যাঁ, জীবনের মত জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার আশায়।

মধু॥ না-রে, ওরে না, না—আমি পারবো না, আমি পারবো না। আমি হেরে যাবো—

[মধু ছেলেমানুষের মত কেঁদে ফেলে। রজতের কাছে এসে মধু রজতের বুকে মাথা রাখে। পর্দা ইতিমধ্যে নেমে আসে।]

পুরস্কার

॥ চরিত্রলিপি ॥

ভজা

হেঁদো

গাঁজা

চৌধুরী

লোক

দু'জন ভদ্রলোক

[প্রথমেই বলে নিই, একটি মাত্র কালো পর্দা দিয়েই এ নাটকের অভিনয় করা যেতে পারে। পরে দৃশ্যান্তর ঘটার সময় মঞ্চের ফ্ল্যাট লাইটগুলো নিভিয়ে দিলেই চলবে।

সময় সন্ধ্যা।

পর্দা সরে যাবার সময় যে দৃশ্যটা দেখানো হবে সেটা হচ্ছে সাধারণের যাতায়াতের পথ। (মনে রাখা দরকার পরের দৃশ্যটি চৌধুরী বাড়ীর সম্মুখভাগের দৃশ্য) দৃশ্যসজ্জা করলে প্রথম দৃশ্যটিকে একটি কালো পর্দায় দেখানো যেতে পারে। পথের দৃশ্যটি নাটকের প্রয়োজন অনুসারে সেট লাগিয়ে দেখানো চলতে পারে।

পর্দা সরে যেতেই মঞ্চের আলো জ্বলে উঠলো। শহরের একটি পথ। পথের একপাশে বসার মত একটু উঁচু জায়গা [Central middle-এ হলে ভাল হয়]। হেঁদো উঁচু জায়গায় বসে আছে। ভজা দাঁড়িয়ে থাকে। একটু উত্তেজিত ভাব।]

ভজা ॥ বোমা মারবো—শালা ওভারটাইমের পয়সাটাও খিঁচ! দাঁড়া, তিনইঞ্চি টান্‌কি মেরে সাফ করে দেব।

হেঁদো ॥ না—না ওসব কিছু করিসনি। ছুরি মারলে আজীবন জেলে পচতে হবে। ভগবানের কৃপায় যা পাচ্ছি তাতেই কুলিয়ে যাবে।

ভজা ॥ তা বলে অন্যায়ের প্রতিকার হবে না!

হেঁদো ॥ অন্যায়ের প্রতিকার করার তুই আমি কে রে! ওপরওয়ালা সব দেখছেন—তিনি এর বিচার করবেন।

ভজা ॥ কোর্ট শালা! পৃথিবীতে অন্যায় অনেক শালাই করে—আর আমরা সব এক একটা বেজন্মা! প্রতিবাদ করার সব সাহস হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের উচিৎ সব শালাকে গুলি মেরে শেষ করা। সরকার বাহাদুর বন্দুকের লাইসেন্স যে দেয় না—তা না হলে দেখতিস—ফাটিয়ে দিতুম।

হেঁদো ॥ যা দেশ তাতে মুখ বুঁজে থাকাই ভাল।

ভজা ॥ মুখ বুঁজে থাকলে অন্যায় দিনের দিন বেড়ে যাবে। তাই যত তাড়াতাড়ি পার দু-একজনকে সটাসট হটাও।

শালা শুয়োরের বাচ্চাদের কেলেংকারী দেখলে গা-পিত্তি জ্বলে যায় !

হেঁদো ॥ তুই চেঁচালে কি হবে—গোড়ায় গলদ, ঠেকাবে কে ? ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত সব একই ব্যাপার ! যাক্‌গে যেতে দে। খিদে-পেটে কথাগুলোও আপনা হতে ফুলে ফেঁপে যায়—চুপ করে বোস।

ভজা ॥ সময় তো গেল অনেকক্ষণ আর কতক্ষণ আটকে থাকবি ?

হেঁদো ॥ হুঁ—তাই তো ভাবছি।

ভজা ॥ এখনো ভাবছিস !

হেঁদো ॥ আসছে না যেকালে ভাবনা ছাড়া উপায় কি ?

ভজা ॥ কিন্তু এত দেরী কেন—ও জিনিস নির্ঘাত শালা ব্ল্যাক করার জন্যে জমিয়ে রেখেছে। তা না হলে ব্যাপারটা কি ?

হেঁদো ॥ হুঁ, গাঁজার কথা শুনে এখন দেখছি মুশকিলে পড়া গেল। গেছে কখন—এখনো ফেরার নাম নেই ! কি ব্যাপার কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছি না।

ভজা ॥ ওর জন্যে শুধু শুধু অপেক্ষা করার দরকার ছিল না। আর অপেক্ষা করবি যদি বাড়ীতে বসলেই পারতিস।

হেঁদো ॥ বাড়ীতে থাকলে হার্টফেল করবো। ছেলেটা যখন যন্ত্রণায় কাতরায় আমার তখন গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে—মনেহয় ধুতিটা পাকিয়ে চালের নিচে ঝুলে পড়ি।

ভজা ॥ তা হলে বাড়ীওলার দফা শেষ হবে।

হেঁদো ॥ কেন ?

ভজা ॥ চাল ভেঙ্গে পড়বে যে।

হেঁদো ॥ তা যা বলেছিস।

ভজা ॥ তুই এক কাজ করলেই পারতিস!

হেঁদো ॥ কি ?

ভজা ॥ বৌঠানকে বলে এলেই পারতিস যে গাঁজা ফিরলেই চৌধুরী বাড়ীতে পাঠিয়ে দিও। তা হলে সময় নষ্ট হতো না।

হেঁদো ॥ এ কথাটা ভাল বলেছিস রে ভজা। তবে কি জানিস—নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছি, সব এক সঙ্গে গেলে বেশ মাননসই হতো—কাজ করে এলুম এক সঙ্গে আর এখন ছাড়া ছাড়া—সেই জন্যেই।

ভজা ॥ ব্যাটা গেছে তো এক যুগ আগে—এত দেরী হওয়ার মানেটা বুঝতে পাচ্ছি না।

হেঁদো ॥ দামী ওষুধ। তাছাড়া সব জায়গায় ঠিকমত পাওয়া যায় না—তাই হয়তো একটু খোঁজাখুঁজি করছে।

ভজা ॥ এমনও হতে পারে কোম্পানী ওকে চোখ রাঙিয়েছে—নয়তো টাকাই দেয় নি।

হেঁদো ॥ তা কি করে হবে—দত্তবাবু বাড়ী হয়ে টাকা নিয়ে যেতে বললেন।

ভজা ॥ তখন হয়তো মুডের মাথায় বলেছে—এখন হয়তো ভুলে মেরে দিয়েছে—আর ভুলবেই না বা কেন—যে রেটে পাত্তি হাতে আসছে।

হেঁদো ॥ না না—দত্তবাবু ঠিক দেবে—পায়ে পড়ে কত কেঁদেছি। তিনদিনের কাজ একদিনে করেছি—না দিয়ে কি পারে মনুষ্যত্ব বলে তো একটা জিনিস আছে! তুই দেখিস ভজা—ও যে কালে গেছে—ঠিক টাকা জোগাড় করে ওষুধ নিয়ে তবে আসবে।

ভজা ॥ তা হলে এখানে থামলি কেন? চ—

হেঁদো ॥ ওকে ছেড়ে যেতে মন চাইছে না। এ পথেই তো আসবে। এখানে না হয় খানিকক্ষণ বস।

ভজা ॥ অগত্যা [ভজা হেঁদোর পাশে গিয়ে বসলো] দে বিড়ি ছাড়তো [হেঁদো বিড়ি দিল। দুজনে বিড়ি ধরালো] তোকে বললাম, এ কোম্পানীতে কাজ ছেড়ে দে। তুই আমার কথাটা কানে নিলি না।

হেঁদো ॥ ছেড়ে দে বললেই তো আর ছেড়ে দেওয়া যায় না। ছেড়ে যাবোটা কোথায়? কোন চুলোয় কি জায়গা আছে?

ভজা ॥ কেন? সোজা নিমতলা ঘাট।

হেঁদো ॥ হ্যাঁ—ঐটাই সবচেয়ে ভাল জায়গা—সোজা নিমতলা ঘাট—হা—হা- হা।

ভজা ॥ হাসছিস? হাস—হেসে যা। পেটে ভাত না থাকলে শুক্‌নো হাসি হেসে মন ভোলানো যায়—আর এমনি হাসতে হাসতে মরলে প্রাণে বাঁচবি।

হেঁদো ॥ হেঁ—হেঁ—হেঁ।

ভজা ॥ হেঁ—হেঁ—হেঁ—[রাগ] তোর এই অসহ্য নিমদেঁতো

হাসি থামাতো! তোর এই হাসি শুনলে গা-পিত্তি জ্বলে যায়। একটা কিছুতেই অমনি বত্রিশপাটি হাঁ হয়ে যায়—আর নিমবাবুটিরও বলিহারি—ঠিক তোর মত আজন্মকাল ধরে তিনিও হাঁ করে বসে আছেন। তা এক কাজ কর হেঁদো—অনেক দিন তো না খেয়ে দিন কাটাস—ঠিক এমনিভাবে উপোস করে একদিন পট করে বিদেয় হ'। আমার অবশ্য দুটো কাজ বাড়বে—তাতে কুছ পরোয়া নেই।

হেঁদো॥ কাজ দুটো কি?

ভজা॥ প্রথম কথা খবরের কাগজে তোর মৃত্যু সংবাদটা ছেপে দেওয়া—

হেঁদো॥ খবরের কাগজে আমার নাম বেরুবে!

ভজা॥ শুধু নাম বেরুবে না চাঁদু!

হেঁদো॥ তবে?

ভজা॥ তোমার এই সুন্দর দেহ—এই দেহটার ছবিও ছাপা হবে!

হেঁদো॥ [উল্লাসে] তবে ফটোটা তুলে রাখি।

ভজা॥ সে কি রে! আগে মর!

হেঁদো॥ এ্যাঁ—মরা ছবি ছাপা হবে কি রে!

ভজা॥ তবে কি জ্যান্ত ছবি ছাপা হবে চাঁদু! এ দেশে না মরলে কোন চান্স নেই দাদা।

হেঁদো॥ তা আমার একটা ব্যবস্থা কর না!

ভজা ॥ ব্যবস্থা কি সহজে হয় নাকি! আচ্ছা ঠিক আছে—চারটে টাকা ছাড় আগে।

হেঁদো ॥ কেন?

ভজা ॥ মরবি যে বললি!

হেঁদো ॥ মরতে গেলেও খরচ?

ভজা ॥ আরে না রে না—ঐ টাকা দিয়ে চিৎপুর—মানে নতুনবাজারের কাছে ঐ যে কচুয়ার দোকান, ওখান থেকে একটা ভাল খাটিয়া কিন্‌তে হবে।

হেঁদো ॥ খাটিয়া কেন?

ভজা ॥ তুমি পটল তুললে—ঐ খাটে তোমাকে শোয়ানো হবে।

হেঁদো ॥ এ্যাঁ আমি খাটে শোব! তা হলে তো খুব ভাল করে মরতে হবে!

ভজা ॥ ভাল করে নয়তো কি খারাপ করে মরবি?

হেঁদো ॥ আচ্ছা ভজা—আমি মরে যাবার পর কি হবে?

ভজা ॥ মরে যাবার পর সেই নতুন খাটিয়াটাকে মজবুত কাতাদড়ি দিয়ে বেশ ভাল করে বাঁধবো—তারপর তোকে সেই খাটে চিৎকরে শোয়াবো—

হেঁদো ॥ ভজা—পিঠে লাগবে যে!

ভজা ॥ দূর শালা—তুই তখন মরে গেছিস্ তো—টের পাবি কি করে?

হেঁদো ॥ ও—তাও তো বটে—ভজা, তারপর কি হবে?

ভজা ॥ [সহাস্যে] তোর মাথার নিচে একটা নরম বালিশ দিয়ে দেব।

হেঁদো ॥ বাঃ! তারপর?

ভজা ॥ ফুল দিয়ে চারিদিকে সাজিয়ে দেব।

হেঁদো ॥ না। গাঁদাফুল নয়।

ভজা ॥ তবে!

হেঁদো ॥ গোলাপ—মানে বেশ গন্ধ ফুল।

ভজা ॥ আচ্ছা তাই হবে—গোলাপ ফুল দিয়ে সাজিয়ে দেব—সেণ্ট ছড়িয়ে দেব। গায়ের ওপর একটা লাল চেলি দিয়ে ঢেকে দেব—পায়ে লাল টকটকে আলতা দিয়ে দেব।

হেঁদো ॥ তারপর?

ভজা ॥ [কণ্ঠ আর্দ্র হয়ে আসে] মাথার কাছে ধূপ জেলে দেব—তোর মুখে চন্দন লেপে দেব—মাথার দু'পাশে দু'টো দামী ফুলের তোড়া—শুধু তোর মুখটা দেখা যাবে—তোর লাল টকটকে পা দু'টোর দিকে তোর ছোট্ট ছেলেটা ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকবে—ও ব্যাটা বুঝতেই পারবে না যে তুই মরে গেছিস।

হেঁদো ॥ ভজা!

ভজা ॥ হ্যাঁ—তোর বৌটা তোর মাথার কাছে বোবার মত দাঁড়িয়ে থাকবে—তারপর ছেলেমানুষের মত হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলবে—তোর বৌ-এর চোখের জলে তোর কপাল ভিজে যাবে—ধূপ নিভে যাবে।

হেঁদো ॥ ভজা ! না ভজা !

ভজা ॥ হ্যাঁ—এই রকম সাজিয়ে না নিয়ে গেলে মানাবে কেন ?

হেঁদো ॥ [কিছুক্ষণ থেমে কথাটা অনুধাবন করে] কি বল্লি ? মানাবে কেন ?

ভজা ॥ হ্যাঁ—[উভয়ের সরব উচ্চ হাসি]

হেঁদো ॥ [হাসি থামিয়ে] আচ্ছা ভজা, আমি মরে গেলে তুই কি করবি ?

ভজা ॥ আমি ? একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোর জন্যে কাঁদবো—না কাঁদবো না—তুই মরলে তোর জন্যে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবো না—বরং নাচতে নাচতে নিমতলা ঘাটে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে আসবো।

হেঁদো ॥ সেই ভাল—কিন্তু দেখ ভজা—একা হলে তো বেশ হতো !

ভজা ॥ হুম্ ! ঐতো পেছনে একটা ল্যাং বোর্ড ঝুলিয়ে রেখেছিস্। বছর না ঘুরতে ঘুরতে বাপও বনে গেছিস। মা ষষ্ঠির যত কৃপা সব আমাদের ওপর। বড়লোকেরা হা সন্তান হা সন্তান করে হাঙ্গার ষ্ট্রাইক করছে—আর আমরা গণ্ডা গণ্ডা পেয়ে সারাজীবন ব্যতিব্যস্ত হয়ে চোখের জলে নাকের জলে জীবন কাটাচ্ছি।

হেঁদো ॥ তুই বড় খাঁটি কথা বলেছিস্ রে।

ভজা ॥ আমি যা বলি তা সব সময় খাঁটি। খালি তোরা তা মানতে চাস না—এই যা দুঃখ। আমি তোকে কত

করে বলেছিলাম—দেখ বে-থা করিসনি—এসব আমাদের পোষায় না। তুই কথাটায় গা করলি না। বললি কিনা—বাবু ভালমানুষ বে-থা করলে মাইনে বাড়িয়ে দেবে।

হেঁদো ॥ হ্যাঁ! বলেছিলেন তো —বাবুতো বললেন সংসার করলে মাইনে বাড়াবো।

ভজা ॥ [টিপ্পুনি কাটে] বললেন যে মাইনে বাড়িয়ে দেবো! বললেন তো বেশ রস দিয়ে—কিন্তু করলেনটা কি?

হেঁদো ॥ [চুপ করে থাকে]

ভজা ॥ এ সব বাবুদের চেনা আছে। কাতাদড়ি দিয়ে বাঁশ বাঁধতে বাঁধতে এই সব বাবুদের মনের খবরও জেনে নিয়েছি। বলেছিলেন মাইনে আরও পনের টাকা বাড়াবো।

হেঁদো ॥ আর সেই কথা নিয়েই আমি—তা ছাড়া—গরীবের মেয়ে—মানে, ওর মা এমনভাবে ধরলো—

ভজা ॥ তবে আর কি—ওর মা তোকে ধরলো—আর সঙ্গে সঙ্গে তুইও ভাল ছেলের মত রাজী হয়ে গেলি। আরে আমার কর্তব্যপরায়ণ সদাশিব রে! আর তোর বাবুটিও সদাশিব। বেশ বুঝে শুনেই কথা দিল—এখন কাজ শেষ—অতএব 'কাট'—এখানে না পোষায় অন্য জায়গায় যাও! আর এটাও ঠিক, অন্য জায়গায় তোকে কুরণে ছাড়া কেউ রাখবে না। বাবু ঠিক জানেন তুই সংসারী হয়েছিস; কাজেই ঠিকাদারী কাজ করতে এই স্থায়ী

মাইনের চাকরীটা ছেড়ে কিছুতেই যাবি না। সময় বুঝে এরা ঠিক অস্ত্র ধরেন। একটু নড়চড় হলেই ঝেড়ে এক কোপ। যা না একবার গিয়ে বল না—'স্যার, আমার মাইনেটা যে বাড়ানোর কথা বলেছিলেন।' বাবু অমনি কাল পুরু কাঁচের চশমাটা খুলে টেবিলে রেখে তোর দিকে একবার তাকাবেন ভাল করে। তারপর একটু বিনয়ের ভাব দেখিয়ে বলবেন—'কিন্তু এর বেশী তো আর দেয়া যায় না। তা ছাড়া এখন বাজার বড় মন্দা।' তুই বলবি—হাত দুটো জোড় করে—'কিন্তু স্যার, আপনি যে বলেছিলেন।' বাবু পুরানো কায়দায় চশমার কাঁচটা মুছতে মুছতে বলবেন—'তোমার যদি খুব অসুবিধা হয়—তবে কাজ ছেড়ে দাও।' এই কথা শুনে বাবুর চাঁদ মুখের দিকে তুই হাঁ করে তাকিয়ে থাকবি। না তো কেঁদে ফেলবি হাঁউ হাঁউ করে।—যেমন আমরা রোজ কাঁদি—যে কান্না কেউ শুনতে পায় না! [কথা বলতে বলতে সিরিয়াস হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পায়] নে গালে হাত দিয়ে না বসে—চ নেমন্তন্নটা সেরেই আসি।

হেঁদো ॥ কিন্তু—গাঁজাটা যে এখনো এলো না।

ভজা ॥ তাওতো বটে। অন্য কোন কাজে টাজে হয়তো ফেঁসে গেছে।

হেঁদো ॥ না রে, ছেলেটার অসুখ বেড়েছে তা গাঁজা দেখে গেছে। বলেছে যে কোন প্রকারে টাকা সংগ্রহ করে

ওষুধ কিনে আনবেই—জ্বর জ্বর ভাবটা এখনো ছাড়ছে না বলে ভয়ানক ভাবনা হচ্ছে।

ভজা ॥ ভেবে লাভ নেই। ও প্রাণ দিয়েছেন যিনি প্রাণ রাখবেন তিনি। গাঁজা ঠিক সময়ে ফিরবে। আমরা বরং চৌধুরী বাড়ীতে গিয়ে বসিগে। তাছাড়া খাওয়া শেষ করে সামিয়ানাগুলো আজ রাতেই খুলতে হবে। কাল সকালে ঐ সামিয়ানা দিয়েই ঘোষবাবুর বাড়ীতে কাজ হবে।

হেঁদো ॥ হ্যাঁ—কালতো আবার ঘোষবাবুর বাপের শ্রাদ্ধ।

ভজা ॥ বাপের শ্রাদ্ধ করতে গিয়ে আমাদের শ্রাদ্ধ না হয়ে বসে।

হেঁদো ॥ ঘোষবাবুকে নিয়ে অমন কথা বলিস না। লোকটা বেশ ভাল। সেবার ছেলের বিয়েতে পাঁচটাকা করে বকশিশ দিয়েছিল।

ভজা ॥ বিয়েতে সকলের মন ভাল থাকে। হেঁদো এটা ভুলে যাস নি যে—এটা ঘোষবাবুর নিজের বাপের শ্রাদ্ধ।

হেঁদো ॥ আজ চৌধুরী বাড়ীতে কত আমদানী হবে বলতো?

ভজা ॥ লাখটাকা।

হেঁদো ॥ মানে!

ভজা ॥ লাখটাকা—মানে অষ্টরম্ভা।

হেঁদো ॥ লোকটা কঞ্জুস বলে মনে হয় না।

ভজা ॥ হুঁ—তাই তো বলছি।

হেঁদো ॥ আমার আবার উল্টো মনে হয়। মনেহয় নিদেন

পক্ষে দশটাকার কম দেবেন না। হাজার হোক মানীলোক ত বটে।

ভজা॥ তবে আর কি—এবারে রাজা হবি।

হেঁদো॥ দশটাকা দিলে সত্যি রাজা হবো। ঘরে চাল বাড়ন্ত। ছেলেটা ভালো পথ্যি পাবে। বৌটাও কিছু খেতে পাবে।

ভজা॥ না খেয়ে থাকলেও কোন অসুবিধা হবে না—মেয়েমানুষদের পেটের সহ্য অনেক—

হেঁদো॥ আচ্ছা ভজা—সত্যি যদি চৌধুরী বাড়ীতে বকশিশ না পাই—তোর কথাই যদি ফলে যায়!

ভজা॥ না পাই না পাবো।

হেঁদো॥ যদি গাঁজা খালি হাতে ফেরে তবে?

ভজা॥ ফেরে ফিরবে। তাতে কি হয়েছে?

হেঁদো॥ তা হ'লে যে কাল কি করে—

ভজা॥ জানিস হেঁদো—ছোটলোকের কাজ করতে পারি—কিন্তু মনটা—মনটা এখনো ছোট করতে পারিনি। স্বয়ং এই একটা আস্ত ভজাচন্দ্র তোর পাশে রয়েছ কেন?

হেঁদো॥ তোর কাছে এ পর্যন্ত কত—

ভজা॥ ব্যস ব্যস, কৃতজ্ঞতা দেখাতে হবে না।

ভজা॥ দেখ হেঁদো—আমি যখন স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়েছিলাম—তখন একটা কথা মুখস্থ করেছিলুম—কথা কি জানিস?

হেঁদো॥ কি?

ভজা ॥ অল দ্যাট গ্লিটারর্স ইজ নট গোল্ড।

হেঁদো ॥ মানে কি ?

ভজা ॥ মানে চক্‌চক্ করলেই সোনা হয় না !

হেঁদো ॥ মানে !

ভজা ॥ দুর শালা মুখ্যু—মগজে এতটুকু বুদ্ধি নেই—মানে চকচক করলেই সোনা হয় না—এই মানে—যেমন পেতল —পেতল চকচক করে ঠিক সোনার মত দেখায়—কিন্তু পেতল সোনা নয়—

হেঁদো ॥ ভজা খুব খাঁটি কথা বলেছিস—চকচক করলেই সোনা হয় না—বা !

হেঁদো ॥ না মানে, তুই তো আর বড় লোক নস্।

ভজা ॥ কে বল্লে ! পৃথিবীর মধ্যে আমিই একমাত্র বড়লোক। বংশ মর্যাদায় খাঁটি ব্রাহ্মণ। এককালে প্রচুর পরিমাণ জমিদারীর মালিকানা ছিল। এখনো অনেক সম্পত্তি আছে। মা বাবাকে স্বর্গে পাঠানোর পরে মালিকানা কাকার হাতে চলে গেছে। তবে কিছু আছে। খালি বাড়ীতে গেলে কাকা এখন আমায় আর চিনতে পারেন না—এই যা। সম্পত্তি সব বেনামি করে নিয়েছে। আমার কাকা—মানে বাবার নিজের ভাই ! কথাগুলো একটা গল্পের মত। কিন্তু ঘটেছে—বাদ দে ওসব রাজত্বের ঝুটঝামেলার কথা। এখন দেখনা সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এসে কেমন স্বাধীনভাবে তোদের সঙ্গে দিন কাটাচ্ছি। তোদের সঙ্গে আমার কত আত্মীয়তা।

কত প্রেম! যে প্রেমে এতটুকু ভেজাল পাবি না। আমাদের ভালবাসায়—স্বার্থে আছে—দ্বন্দ্ব আছে—তবে তা সামনাসামনি—লুকানো চুকানো নয়।

হেঁদো॥ তা বটে! আমি বলছি এর আগে তোর কাছে কত টাকা নিয়েছি বল তো!

ভজা॥ তুই শুধু বিয়েই করেছিস্। কিন্তু এখনো বুদ্ধি পাকেনি। আরে সংসারে কার টাকা কার কাছে যায় কেউ বলতে পারে না। ওপরওয়ালা মানুষ বুঝে ঠিক ভাগ বাঁটরা করে দেয়। আর আমরা—সব অপদার্থের দল—সব হিসেব গুলিয়ে ফেলি। আমি শালা স্কুল ফাইন্যালে হাট্‌ট্রিক করেছি। অংকেতে কোনবার দশের বেশী পাই নি। কাজেই তোদের ঐ টাকার হিসেবটা নতুন করে আমায় আর শেখাসনি। বুঝলি! টাকা বেশী থাকলে দিই—কম থাকলে আবার চেয়ে নেব।

হেঁদো॥ কিন্তু এভাবে কদিন—

ভজা॥ গরীবের ঘরে জন্মেছিলে কেন? এরপর ওপরে গিয়ে ওপরওয়ালার পায়ে বেশ কিছুটা তৈল মর্দন করবি। ব্যস্ দেখবি আর জন্মে বড়লোকের ঘরে জন্ম নেবার চান্স ঠিক পেয়ে গেছিস। তোকে দেখে কি মনে হয় জানিস?

হেঁদো॥ কি?

ভজা॥ তুই শিগ্গির মরবি।

হেঁদো॥ মরণ হলে তো বাঁচতুম।

ভজা॥ বাঁচতুম?

হেঁদো ॥ হ্যাঁ।

ভজা ॥ ইডিয়েট।

হেঁদো ॥ কেন ?

ভজা ॥ কেন আবার। মরলে তোর আর কি ? তুই তো বাঁচবি কিন্তু তোর বউটা—ছেলেটা—এদের কি হবে ? যদি মরতে হয় তবে একসঙ্গে চাঁদা করে মরবি। তা না হলে যেমন আছিস তেমনি থাক। চ' সন্ধ্যে আবার গড়িয়ে আসছে।

হেঁদো ॥ তাই চ। [যেতে উদ্যত হয়] চৌধুরী বাড়ীতে আজ বেশ জমাব—কি বলিস ?

ভজা ॥ জমে বসে আছে।

[মুহূর্তের জন্যে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল। অন্ধকারের মধ্যেই পেছনের পর্দাটি সরে গেল। পর্দা সরতেই মঞ্চ পুনরায় আলোকিত হয়ে উঠলো। দৃশ্যে এবার দেখা গেল একটি সুসজ্জিত বাড়ী। লোক জনের সমাগম রয়েছে।]

অতিথি ॥ সত্যি মশাই, না প্রশংসা করে পারছি না। খাবারের সঙ্গে সাজ সজ্জার যে সমারোহ তাতে জন্মতিথি বলে ঠিক মানিয়েছে। আহা—সুন্দর হয়েছে প্যাণ্ডেলটা।

চৌধুরী ॥ কেন লজ্জা দিচ্ছেন মশাই।

অতিথি ॥ লজ্জা কি মশাই। আমরা আপনাকে inspiration দিচ্ছি। চোখ একেবারে ধাঁধিয়ে দেয়। খুব সুন্দর হয়েছে। তা কোন কোম্পানী থেকে করালেন ?

চৌধুরী ॥ দত্ত ব্রাদার্স !

অতিথি ॥ তা বেশ বড় দোকান থেকেই করিয়েছেন। তা খরচা কেমন পড়লো ?

চৌধুরী ॥ তা আলোটালো নিয়ে প্রায় হাজার দেড়েকের মত।

অতিথি ॥ একেই বলে দিলদরিয়া চৌধুরী মশাই।

চৌধুরী ॥ কোন অসুবিধে হয়নি তো ?

অতিথি ॥ অসুবিধা ! সে কি মশাই ! এমন 'ওয়েল এ্যারেঞ্জমেণ্ট'-এ অসুবিধা ! আচ্ছা চৌধুরীমশাই—আজ তাহলে চলি—অনেক রাত হয়ে গেল.

চৌধুরী ॥ আচ্ছা—আচ্ছা। [হাত জোড় করে নমস্কার জানায়]

অতিথি ॥ নমস্কার। [অতিথি চলে গেলে অপর একজন অতিথি এল]

চৌধুরী ॥ কি বাড়ুজ্জে মশাই অনুষ্ঠান কেমন লাগলো ?

অতিথি ॥ অ-তুল-নীয়। এখন ভালোয় ভালোয় বাড়ী পৌছোতে পারলে বাঁচি ! তা যা বলেন মশাই—খাবার তো পেট ভর্তি করে খেয়েছি কিন্তু সবচেয়ে ভাল লাগলো প্যাণ্ডেলটা। অনেক বাড়ীতে এর আগে গেছি তবে এমন সুন্দর সাজের বাহার কোথাও কখনো দেখিনি।

চৌধুরী ॥ খাবার দাবার কেমন লাগলো ?

অতিথি ॥ সেকথা বলে আর লজ্জা দেবেন না। একেবারে

বাদশাহীখানা। দেখছেন পেটের অবস্থাটা—এখন ট্রেণ পাব কি করে তাই ভাবছি।

চৌধুরী ॥ ও আপনার তো আবার ট্রেণ ধরতে হবে। তা হলে আজ আপনি আসুন।

অতিথি ॥ আচ্ছা আসি—নমস্কার। [চৌধুরীমশায় নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলেন। বাড়ুজ্জে মশাই চলে গেলেন। চৌধুরীমশায় সাজানো বাড়ীর দিকে পা ফেরাতেই ভজা হেঁদো মঞ্চে প্রবেশ করে চৌধুরীমশায়কে নমস্কার জানাল]

দুজনে ॥ নমস্কার বাবু।

চৌধুরী ॥ নমস্কার—তোমরা কারা ?

হেঁদো ॥ আমরা যে কাল মেরাপ বেঁধেছিলাম।

ভজা ॥ আপনি আমাদের আসতে বলেছিলেন।

চৌধুরী ॥ [বিস্ময়ে] আমি! আমি তোমাদের আসতে বলেছিলাম!

ভজা ॥ [চুপিচুপি] চেপে যা হেঁদো। বাবু নেমন্তন্নের কথা হয়তো ভুলে গেছেন।

চৌধুরী ॥ আচ্ছা তোমাদের কি কাজের জন্য আসতে বলেছিলাম বলতো ?

হেঁদো ॥ আপনি যে বলেছিলেন আজ রাতে এখানে খেতে।

চৌধুরী ॥ ও—তা তোমাদের মত এখনও কোন ব্যবস্থা করা

হয়নি। তোমরা ঐ পাশটায় বসো—খাবার বাঁচলে পাঠিয়ে দেবো।

[চৌধুরীবাবু কথা শেষ করে ভেতরে চলে গেলেন। হেঁদো হাঁ করে সেদিকে চেয়ে রইলো]

ভজা॥ হেঁদো 'চ,' বাবুর কথামত ঐখানটায় বসে থাকি।

হেঁদো॥ কাজের সময় বাবু কেমন ভাল ভাল কথা বললেন। এখন যেন আপদ হয়ে উঠেছি। এত করে খেটে জায়গা পেলুম পথে।

ভজা॥ দুঃখ করে লাভ নেই। সাজ গোজ ওদের জন্য—যারা সাজায় তাদের জন্য নয়। এটাই হচ্ছে আজকের দুনিয়ার নিয়ম। তুই গায়ের রক্ত জল করে যে গাড়ী মেরামত করিস—যে অচল গাড়ীকে আবার সচল করিস—সেই গাড়ীর মালিকরা তোকেই চাপা দেয়। যাদের জন্য আমরা প্রাণ দেই তারা আমাদের জন্য দুফোঁটা চোখের জলও ফেলে না।

হেঁদো॥ দেখলি ভজা। বাবু এমন ভাব দেখালেন যেন উনি আমাদের চেনেন না।

ভজা॥ ওটা ভাল কথায় কি বলে জানিস—আভিজাত্য! পয়সা হাতে এলে ওটা—ওটা আপনা হতেই বেড়ে যায়।

হেঁদো॥ জানিস, বাবু যখন বললেন প্রাণ দিয়ে সাজাও, এমন সাজাবে দেখে যেন সকলের চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

মনের মত হলে বকশিশ দেবো। তাই জন্যে এত প্রাণ দিয়ে খাটলুম। অথচ—

ভজা ॥ বাবুরা ছোট ছোট কথা মনে রাখতে পারেন না। মনে রাখলে বড় কাজে ফাঁক পড়ে যায়।

হেঁদো। ঘেন্না ধরে গেছে কাজে। মনপ্রাণ দিয়ে—বুকের রক্ত জল করে খাটলুম অথচ একটু মিষ্টি ভদ্রতাও পেলুম না!

ভজা ॥ হেঁদো চুপ কর। বাবু বোধহয় খাবার পাঠিয়েছেন।

লোক ॥ [একজন লোক কিছু খাবার নিয়ে এলো] কোথায় গেল সব—এই যে মানিকজোর—এই নাও। আর চাইলে পাবে না। আর ঐ যে দেখছ—কি দেখছ?

ভজা ॥ কল।

লোক ॥ হ্যাঁ—টিপ কল—টিপে টিপে জল খেও বুঝলে—পাতাগুলো ঐখানে ফেলে দেবে।

[লোকটা চলে যায়। হেঁদো খাবার দেখে লোভ সংবরণ করতে পারে না]

হেঁদো ॥ এই ভজা, দেখ দেখ মিষ্টিগুলো কিরকম বড় বড়।

ভজা ॥ খেয়ে নে—খেয়ে নে—শেষকালে নজর লাগবে।

হেঁদো ॥ তুই খা-না একটা।

ভজা ॥ তোর ভাগে কম পড়বে। আমি বরং উড়ের দোকানে সাঁটিয়ে নেব। বরং এক কাজ কর—তুই কিছু রেখে দে। বাড়ীতে বৌয়ের জন্য নিয়ে যাবি।

হেঁদো ॥ মিষ্টিগুলো খুব দামী —না ?

ভজা ॥ বাপের জন্মে কি মিষ্টি দেখিস্ নি ?

হেঁদো ॥ দেখেছি—তবে খাই'ন কিনা।

ভজা ॥ তবে আর কি। দেখিস্—আবার বদহজম করে ফেলিস না যেন। এই বাবু আসছেন—যা না—বকশিশের কথটা বল না—যা না। খাবার পরে খাবি ! [বাবু আসে—হেঁদো বাবুর দিকে এগিয়ে যায়]

হেঁদো ॥ বাবু !

চৌধুরী ॥ কি ব্যাপার—খাবার পেয়েছ ?

হেঁদো ॥ হ্যাঁ বাবু। খুব ভাল খাবার।

চৌধুরী ॥ খাওয়া হয়ে গেছে ?

হেঁদো ॥ না বাবু—খাচ্ছিলুম ! একটু ফাঁকা আছে—তাই কালকের কথাটা স্মরণ করাতে এলাম।

চৌধুরী ॥ কি কথা ?

হেঁদো ॥ আপনি যে বলেছিলেন ভাল করে মেরাপ বাঁধলে বকশিশ দেবেন। দেখেন তো- কেমন ধারা সুন্দর করে সাজিয়েছি। এর আগে বাবু অন্য জায়গায় এমুনধারা করে আর কখনো সাজাইনি।

চৌধুরী ॥ তোরা তো কোম্পানীর কাছ থেকে টাকা পাস্।

হেঁদো ॥ কোম্পানীর মাইনেতে কি হয় বাবু—সামান্য টাকায় পেট চলে না—

চৌধুরী ॥ এত টাকা কোম্পানীতে দিয়ে তার উপর আবার বকশিশ।

হেঁদো ॥ বাবু, আপনাদের এত রয়েছে—কত মানুষের কত উপকার করেন—আর আপনাদের মত পাঁচজনের দয়ায় তো কোন রকমে বেঁচে আছি—আপনারা যদি দয়া না করেন তা হলে—তাছাড়া বাবু আপনি বলেছিলেন—

চৌধুরী ॥ বললেই যে দিতে হবে তার কোন মানে নেই।

হেঁদো ॥ বাবু, আপনারা এত খরচ করেন—আমাদের দিকে একটু না তাকালে কি করে বাঁচি বলুন।

চৌধুরী ॥ সে আমি কি করে বলবো। এ বাড়ীতে টাকার গাছ পোঁতা নেই। এখন যাও—অন্য সময় এসো—ভেবে দেখবো—

[বাবুর কথায় ভজা বিচলিত হয়ে উঠে]

ভজা ॥ ছেড়ে দে হেঁদো, বকশিশের দরকার নেই।

চৌধুরী ॥ তুমি কে হে ছোকরা? তোমার তো দেখছি খুব লম্বা লম্বা কথা।

ভজা ॥ না বাবু—জোরে কথা বললে—কথাগুলো একটু লম্বা লম্বাই শোনা যায়। বাবু আমরা খেটে খাই। ভিক্ষে চাইনে। কাজ দেখে সকলের ভাল লেগেছে—আপনিও বলেছিলেন—তাই আবদার করে—

চৌধুরী ॥ এখন হবে না। [চৌধুরী ভেতরে চলে গেল। হেঁদো অসহায় হয়ে পড়ে। ভজা সান্ত্বনা যোগায়]

ভজা ॥ শালা! ধর্মপুত্তুর! হেঁদো, কি হ'ল রে? কি বলেছিলাম তোকে?

হেঁদো ॥ এখন দেখছি তুই-ই ঠিক। কত আশা করেছিলুম—ভেবেছিলুম, নিদেনপক্ষে পাঁচটা টাকা পেলে ছেলেটার পাথ্যি জুটবে, বৌটারও—উঃ ভগবান !

ভজা ॥ হেঁদো—খচাবি না—ও ব্যাটার নাম শুনলে গা জ্বলে যায়—যত সব মিথ্যার বেসাতি ? যেমন ওপরওলা তেমনি ওপরতলার মানুষগুলো—বিশ্বাস, প্রেম, প্রীতি আজকের সমাজ থেকে চলে গেছে।

হেঁদো ॥ মানুষকে বিশ্বাস করবো না তো কাকে বিশ্বাস করবো ? দুনিয়া থেকে কি বিশ্বাস কথাটা উঠে গেল !

ভজা ॥ উঠে যাবে কেন ? অবিশ্বাসের মধ্যে যতটুকু বিশ্বাস বেঁচে আছে সেইটুকুই লাভ, আর এতটুকু বিশ্বাস বেঁচে আছে বলে আমরাও বেঁচে আছি এবং থাকবোও। এই দেখো—সামান্য এইটুকুতে ভেঙে পড়ার কি আছে ? আরে এক জায়গায় হ'ল না আর এক জায়গায় হবে, তাতে এত ভাববার কি আছে নে বাবুর দেওয়া পেসাদ খেয়ে নে।

হেঁদো ॥ গাঁজাটা এলে এর থেকে একসঙ্গে সবাই মিলে খেতে পারতো। [হেঁদো খাবার মুখে দিতে যাবে এমন সময় অস্থির ভাবে গাঁজা প্রবেশ করে। হেঁদোকে খেতে দেখে গাঁজা নিজেকে সংযত করে নেয়]

ভজা ॥ কিরে গাঁজা, এত দেরী হল যে ?

গাঁজা ॥ দেরী ! না—ও তোরা খাচ্ছিস !

ভজা ॥ হেঁদো খাচ্ছে—এই নে।

গাঁজা ॥ না—না—তুই খা।

হেঁদো ॥ তোর জন্যে এতক্ষণ ভাবছিলাম। নে খা। কত বড় বড় মিষ্টি দেখ।

গাঁজা ॥ তুই খা। আমি একজনের বাড়ীতে খুব খেয়ে এসেছি। [ভজার কাছে এসে বলে] এই শোন।

ভজা ॥ কি হয়েছে—তোকে এমন অস্থির লাগছে কেন?

হেঁদো ॥ কি হয়েছে রে, গাঁজা?

গাঁজা ॥ কি আবার হবে। তুই খা।

হেঁদো ॥ নে না একটা এ থেকে।

গাঁজা ॥ পরে খাবো।

[ভজা গাঁজার কাছে আসে। গাঁজা ভজার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কি যেন বলে। ভজা চমকে উঠে। পরে নিজেকে সামলে নেয়। হেঁদো একবার ওদের দিকে তাকায়। গাঁজা কথা শেষ করেই চলে যায়]

গাঁজা ॥ [নেপথ্যে] তাড়াতাড়ি আসবি কিন্তু।

ভজা ॥ ঠিক আছে।

হেঁদো ॥ গাঁজা কি বলে গেল রে?

ভজা ॥ কিছু নয়। তুই খেয়ে নে। একবার বাড়ী যেতে হবে।

হেঁদো ॥ কেন? ও ঐভাবে হন্তদন্ত ভাবে চলে গেল কেন?

ভজা ॥ কি জানি, বললে একটা কাজ আছে—তুই খাবার খেয়ে নে।

হেঁদো ॥ আমি খাব না। আগে কি হয়েছে বল।

ভজা ॥ হেঁদো রাগাবি না—খেয়ে নে।

হেঁদো ॥ না।

ভজা ॥ মেরে ফেলবো।

হেঁদো ॥ আগে বল—আমি কিছুতেই খাব না।

[চৌধুরী চেঁচামেচি শুনে বেরিয়ে আসে]

চৌধুরী ॥ কি ব্যাপার কি? এত গোলমাল কেন? খেতে দিয়েছি খেয়ে চলে যাও।

ভজা ॥ হ্যাঁ বাবু. নিশ্চয়ই যাবো, তবে ওর ছেলেটা—

হেঁদো ॥ ভজা!

ভজা ॥ বাবু, ওর ছেলেটা মারা গেছে কি না—তাই একটু

চৌধুরী ॥ কি! এই বাড়ীতে জন্মতিথি উৎসব। আর তুই মরার খবর এনেছিস?

ভজা ॥ বাবু. ও চারদিন এই কটা মুড়ি আর একটু জল খেয়ে দিন কাটিয়েছে। ওর ছেলের খবরটা দিলে পাছে ওর খাওয়া নষ্ট হয় তাই জন্যে ওকে আসল কথাটা বলতে চাইনি। কিন্তু হতভাগাটা তা শুনবেই শুনবে।

চৌধুরী ॥ যা তোরা এখান থেকে চলে যা।

হেঁদো ॥ [সজোরে কেঁদে ফেলে] তুই এতক্ষণ আমায় বলিস নি কেন? বল—কেন বলিসনি?

ভজা ॥ হেঁদো কাঁদিসনি কান্না থামা। এ বাড়ীতে জন্মতিথি উৎসব।

হেঁদো ॥ [কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে] আমার খোকাকে ওষুধ দিতে পারিনি—হতভাগা বাপ আমি !

ভজা ॥ হেঁদো, কাঁদিসনি—চোখের জল থামা। হেঁদো

হেঁদো ॥ আমি পারছিনা—আমি কান্না থামাতে পারছি না।

চৌধুরী ॥ তোরা এখান থেকে যাবি কিনা বল ?

হেঁদো ॥ হ্যাঁ বাবু আমরা যাচ্ছি।

[যেতে গিয়ে থেমে যায়—বাবুর কাছে ফিরে আসে]

বাবু, আমাদের বকশিশটা দিলে ভাল হত। ছেলেটাকে অন্তত সৎকারের ব্যবস্থা করতুম—বাবু, দয়া করুন বাবু—

চৌধুরী ॥ বকশিশ ? দয়া ! দাঁড়া, তোদের বকশিশ দিচ্ছি, হরিপদ এই ব্যাটা দু'টোকে ঘাড় ধরে ও পাড়ায় দিয়ে আয় তো।

ভজা ॥ না বাবু, তার আর দরকার হবে না।

হেঁদো ॥ খালি হাতে কি করে বাড়ী যাই বল তো- এখন অনেক টাকার দরকার।

চৌধুরী ॥ তবু এখানে দাঁড়িয়ে প্যান প্যান করবি—দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা।

[চৌধুরীবাবু রাগে ফুলে ওঠেন। গজ গজ করতে করতে ভেতরে ঢুকে পড়েন]

ভজা ॥ বাবু রেগে গেছেন। এখুনি হয় তো লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবেন। এই, চোখের জল থামা—দেখছিস না এ বাড়ীতে শুভ উৎসব। আরে বোকা কোথাকার !

এই—আমার দিকে তাকা—তাকা বলছি—আরে আমি তো রইচি—তোর কোন ভাবনা নেই।

[ওরা এক-পা এক-পা এগোয়। মাঝে মাঝে থেমে যায় হেঁদো সাজানো বাড়ীর দিকে শেষবারের মত একবার তাকিয়ে নেয়]

ভজা॥ সাজানো বাড়ীর দিকে তাকাসনি—ওসব আমাদের দেখতে নেই। জানিস্—পৃথিবীতে একদল জন্ম নেয় আর একদল মরে। আমরা হচ্ছি ঐ মরার দলে। এ ঘরে নতুন জীবন শুরু। আর আমাদের ঘরের জীবন শেষ। চ—[নেপথ্যে চৌধুরীর গাঢ় কণ্ঠস্বর শোনা যায় : কি রে, তোরা গেলি ?] এই আর দাঁড়াসনি, বাবু এখুনি লাঠি নিয়ে আসবে।

হেঁদো॥ আমি কোন মুখে বাড়ী ফিরবো রে। [যেতে গিয়ে থামে। চৌধুরীকে উদ্দেশ্য করে বলে] নিজের ছেলেটাকে মাটিতে পুঁতে রাখবো বাবু—কিছু দয়া পেলে ছেলেটা আগুন পেতো। আজকের এই আনন্দের দিনে আপনাদের বড্ড ব্যথা দিলাম বাবু—তার জন্যে মাপ করবেন। আমি আশীর্বাদ করছি বাবু এতে ছেলের কোন ক্ষতি হবেনি—আমিও বাপ—আমিও বাপ।

[ভজা, হেঁদো বুক ভরা ব্যথা নিয়ে চলে যায়। পর্দাও সে ফাঁকে নেমে আসে]

সমাপ্ত

যে নাটকটা হ'ল না

॥ চরিত্রলিপি ॥

প্রকাশ
নাট্যকার
দেবু
বাবলু
রবীন
ম্যানেজার
দর্শক ১ম
দর্শক ২য়
মেকআপ বাবু
আলো বাবু
ভদ্রলোক
সমাজ
বিপক্ষ
ইনস্পেক্টর

[নির্ধারিত সময়েই নাটক শুরু।
স্থান মঞ্চের ঝুলন্ত পর্দার সামনের খানিকটা অংশ এবং প্রেক্ষাগৃহ। কাল নাটকের নির্দিষ্ট দেয় সময়।
প্রথমে সংস্থার (যে সংস্থা এই নাটকটি অভিনয় করবেন) নাট্যপরিচালক উত্তেজিত হয়ে বাইরে থেকে প্রেক্ষাগৃহে

প্রবেশ করবেন এবং এগিয়ে যাবেন মঞ্চের দিকে। পেছনে পেছনে আসবে রবীন। রবীন হচ্ছে হলের মালিকের লোক। একটু রগ-চটা। ক্ষিপ্তভাব খর্বাকৃতি। [এখানে অবশ্যই স্মর্তব্য যে—যদি কোন খোলা জায়গায় অভিনয় হয় তবে রবীন হবে উক্ত খোলা জায়গার জমির মালিকের লোক। যদি কোন প্রতিযোগিতামূলক স্থানে কিংবা নিজস্ব বাড়ীতে মঞ্চ বেঁধে হয় তবে রবীন হবে ষ্টেজ কোম্পানীর মালিকের লোক।] প্রেক্ষগৃহের মধ্য থেকে মঞ্চে ওঠার সিঁড়ি থাকবে। প্রকাশ মঞ্চে উঠতে যাবে এমন সময় রবীন উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ওঠে —]

রবীন॥ আপনি মঞ্চে উঠবেন না।

প্রকাশ॥ কেন?

রবীন॥ কেন তা জানি না। আপনি নেমে আসুন।

প্রকাশ॥ নামবো না।

রবীন॥ বলেছি তো মালিকের হুকুম নেই।

প্রকাশ॥ ধ্যাৎতোর মালিকের হুকুমের নিকুচি করেছে!

[প্রকাশ কোন কথা শোনে না। সিঁড়ি বেয়ে মঞ্চের ওপরে উঠে যায়।]

রবীন॥ কি হচ্ছে কি? কথাটা কানে যাচ্ছে না বুঝি?

প্রকাশ॥ চুপ!

রবীন॥ চুপ! চোখ রাঙাবেন না বলছি। কতবার বলবো

মালিকের হুকুম নেই, তবুও আপনি কোন কথা কানে শুনবেন না!

[রবীন দ্রুত এগিয়ে গিয়ে প্রকাশকে বাধা দেয়। প্রকাশ মঞ্চের দিকে এগিয়ে যায়। রবীন প্রকাশের গায়ে হাত দিয়ে প্রকাশকে বাধা দেয়]

ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। খুব খারাপ হবে।

প্রকাশ॥ কি! গায়ে হাত! বল কেন গায়ে হাত দিলি?

রবীন॥ বেশ করেছি।

প্রকাশ॥ মারামারি করতে চাস, ঠিক আছে তাই হোক।

রবীন॥ আপনি আর এক পা এগোন তো দেখি

প্রকাশ॥ যাও—বাজে বকো না।

রবীন॥ মারবেন নাকি?

প্রকাশ॥ দরকার হলে তাও করবো। [পর্দায় টান দেয়]

রবীন॥ ওকি! পর্দায় হাত দিচ্ছেন কেন?

প্রকাশ॥ আমরা অভিনয় করবো।

রবীন॥ ওঃ—আমরা অভিনয় করবো! ট্যাঁকে পয়সা নেই আবার অভিনয় করবো। [রবীন এগিয়ে যায়]

প্রকাশ॥ [বাধা দেবার চেষ্টা করে] খবরদার, আর এক পা এদিকে আসবি না; [রবীন ভয়ে ভয়ে এগোয়] ঠ্যাং ভেঙে দেব—যাও—নেমে যাও বলছি।

রবীন॥ নামবো না—কি করতে পারেন দেখছি।

প্রকাশ ॥ নামবি না ! দাঁড়া ব্যাটাকে ঘুঘুর ফাঁদ দেখাচ্ছি।

[কলার চেপে ধরে]

রবীন ॥ আ ! কি হচ্ছে কি ? লাগছে যে !

প্রকাশ ॥ [উত্তেজিত হয়ে] দাঁড়া ব্যাটা,তোর পুনর্জন্ম দেখাচ্ছি

[প্রকাশ রবীনকে ঠেলে ফেলে দেয়। রবীব অস্ফুট স্বরে চিৎকার করে ওঠে। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে]

রবীন ॥ এটা কি বাবাকেলে সম্পত্তি পেয়েছেন ?

প্রকাশ ॥ [আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে] রাস্কেল ! বাপ তোলা ! মেরে মুখ ভেঙ্গে দেব না ! [প্রকাশ রবীনের জামার কলার ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে কাছে টেনে আনে]

রবীন ॥ জামা টানছেন কেন ? ছিঁড়ে যাবে যে।

প্রকাশ ॥ যাক্ গে—বল্ বল্, আর বাপ তুলবি ?

রবীন ॥ আগে ছাড়ুন, তারপর বলছি।

[প্রকাশ রবীনকে ছেড়ে দেয়]

[নিজেকে ঠিক করে নিয়ে] একশোবার তুলবো।

[রবীন চলে যেতে উদ্যত হয়]

প্রকাশ ॥ দাঁড়া, একবার ভাল করে টাইট দিয়ে দিচ্ছি। দেবু, পচা—হেবো, আঃ ! এরা সব গেল কোথায় ? [ক্রমান্বয়ে উত্তেজনা বেড়ে ওঠে] কাজের সময় একটাকেও হাতের কাছে পাওয়া যায় না ! দাঁড়া, তোর পর্দার গুষ্টির তুষ্টি করছি !

[রবীন থেমে যায়। প্রকাশ পর্দায় টান মারে]

রবীন ॥ ওকি! দামী পর্দাটা এক্ষুণি ছিঁড়ে যাবে যে! [দর্শকদের প্রতি] আপনারা কেউ কিছু বলছেন না কেন ?

প্রকাশ ॥ কে কি বলবে বলুক না, এরা সবাই আমাদের লোক।

রবীন ॥ এঁ্যা! গ্যাঙ নিয়ে এসে গুণ্ডামী করতে এসেছেন ? ঠিক আছে আমি পুলিশ ডেকে আনছি।

[রবীন দ্রুত প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে যেতে চায়। ম্যানেজার প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের আসনে বসে ছিলেন। তিনি রবীনের গতিপথে বাধা দিলেন। রবীন থেমে গেল]

রবীন ॥ এই যে আপনি এখানে !

ম্যানেজার ॥ হঁ্যা, আমি এখানে বসে সব লক্ষ্য করছিলাম।

রবীন ॥ দেখুন না, এখানে এসে গুণ্ডামী শুরু করেছে।

ম্যানেজার ॥ দেখছি। [প্রকাশের কাছে এগিয়ে এসে] মশাইকে একট কথা জিজ্ঞাসা করি—আপনারা কি এখানে গোলমাল করতে এসেছেন ?

প্রকাশ ॥ আপনি কে ?

ম্যানেজার ॥ আমি যে কথা জিজ্ঞাসা করছি তার উত্তর দিন।

প্রকাশ ॥ আমি যে কথা জানতে চাইছি সেটা আগে জানানো হোক।

রবীন ॥ মানেজার বাবু।

প্রকাশ ॥ [সংযত হয়ে] ও—হো—হো—হো আপনি, কিছু মনে করবেন না। আমরা খুবই বিপদগ্রস্ত। বড় একটা প্রডাকশন নিয়ে চারিদিকে নাজেহাল হওয়ার জোগার। দেখুন প্রকৃত পক্ষে আমরা সবাই ভদ্র ঘরের—

ম্যানেজার ॥ সুশিক্ষিত ছেলে।

প্রকাশ ॥ Exactly. আমরা নাট্য-আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখার মহতী প্রচেষ্টা নিয়ে এখানে এসে মিলিত হয়েছি। আমাদের সৎ এবং মহৎ উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে আপনাদের প্রত্যেকের সহযোগিতা আজ সবার আগে প্রয়োজন। আপনাদের মত পাঁচজন নাট্য-দরদী মানুষের হাতেই আমাদের ওঠা-নামা সবকিছু নির্ভর করছে। [হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে] কিন্তু আপনার এই সাকরেদটির দুর্ব্যবহারের জন্যে আমরা সকলে অতীষ্ট হয়ে উঠেছি।

ম্যানেজার ॥ কেন, কি হয়েছে কি ?

প্রকাশ ॥ আমি আপনাদের অফিসে গিয়ে আমাদের অবস্থার সব কথা জানালাম। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আপনি বিশ্বাস করুন—হঠাৎ একটা বিপর্যয়ে পড়েই আপনাদের স্মরণাপন্ন হয়েছিলাম। নাটক করা আজকে কোন মতেই সম্ভব নয়—নেহাত এত আয়োজন, এতসব গণ্যমান্য ব্যক্তিরা

এসেছেন, তাই আপনার কাছে একটু সহানুভূতির প্রত্যাশায় গিয়েছিলাম। [রবীনের প্রতি ক্ষিপ্তভাব] কিন্তু এই বেআক্কেলে বলে কিনা বড়বাবুর অনুমতি না পেলে মঞ্চে উঠতে দেব না! [নম্রস্বরে] আমি বললাম—বেশ তো, চলো বড়বাবুর কাছে। এ বল্লে—বড়বাবু বাইরে গেছেন। আমি বল্লাম—তা হলে ?

রবীন ॥ [দ্রুত] আমি বল্লুম—তা হলে উপায় নেই।

প্রকাশ ॥ তখন আমি নিরুপায় হয়ে চলে আসছি এমন সময় একটা লম্বাপানা ফর্সা লোক বল্লে—কিছু মালকড়ি ছেড়েছেন ? আমি বললাম—পাব কোথা ? উনি মুচকি হেসে বললেন—মরুণগে যান। তাজ্জব! আমাকে মুখের সামনে মরতে বল্লে ? [রবীনের প্রতি] অপদার্থ, পাজি, বদমাস !

রবীন ॥ গালাগালি দেবেন না—আগে অনেক দিয়েছেন [ম্যানেজারের প্রতি] দেখছেন কি রকম—

প্রকাশ ॥ [ধমক] চুপ! [ম্যানেজারের প্রতি] অথচ আপনি এখানে স্বয়ং উপস্থিত রয়েছেন।

ম্যানেজার ॥ হ্যাঁ—আমি ঐখানটায় বসে মজা দেখছিলাম।

প্রকাশ ॥ আপনি তো জাঁহাবাজ লোক।

ম্যানেজার ॥ কি বল্লেন ?

প্রকাশ ॥ বলছি, আমরা এখানে পাগল হয়ে যাচ্ছি, আর আপনি মজা দেখছেন ?

ম্যানেজার ॥ এ ব্যাপারটা যে ঘটবে তা আমি আগেই জানতাম। কাল আপনাদের একজন সদস্য এসে বলে গেলেন—যদি আজ আমরা এখানে আপনাদের অভিনয় করতে দিই তা হলে ষ্টেজে বোমা মারবে---তা না হলে আগুন লাগিয়ে দেবে।

প্রকাশ ॥ কে এসেছিল ?

ম্যানেজার ॥ আপনাদের নাট্য-আন্দোলনের একজন কর্ণধার।

প্রকাশ ॥ বুঝতে পেরেছি, তিনকড়ি—মানে আমাদের তিনকড়ি—

ম্যানেজার ॥ দেখুন মশাই, আমরা তিনকড়ি, ছকড়ি বুঝি না। আমরা বুঝি ফেলকড়ি ! [হাতে টাকার ইংগিত করে]

প্রকাশ ॥ না মানে, ও হচ্ছে আমাদের ক্যাশিয়ার, ব্যাটা তিনশো টাকা জক্ দিয়ে সটকেছে।

[দেবু হন্তদন্তভাবে প্রবেশ করে]

দেবু ॥ কি হয়েছে দাদা ?

প্রকাশ ॥ তুই এতক্ষণ কি করছিলি ?

দেবু ॥ মানকের পা ভেঙে দিচ্ছিলুম।

প্রকাশ ॥ এঁ্যা !

দেবু ॥ হঁ্যা—মানকে তো ল্যাংড়ার পার্ট করছে !

প্রকাশ ॥ ও আচ্ছা। তুই ভেতরে যা। [যেতে উদ্যত] শোন [দাঁড়ায়] ভেতরে সব ঠিকঠাক আছে তো ?

দেবু ॥ ভেতরে সর্বনাশ হয়েছে।

প্রকাশ ॥ কি ?

দেবু ॥ ছন্দাদি এখনো আসেনি।

প্রকাশ ॥ সরকারী বাস তো—ব্রেক-ডাইন লেগেই আছে নয়তো ট্র্যাফিক জ্যাম। ও ঠিক এসে পড়বে—অন্যসব ঠিক আছে তো ?

দেবু ॥ কি করে হবে ?

প্রকাশ ॥ কেন ?

দেবু ॥ ফেলাদার মুখে গোঁফ লাগাতে যাচ্ছি তখনি সট করে খুলে যাচ্ছে। দিশি গঁদ তো—তাও দেখ না গোঁফটা কামাতে বল্লুম—কিছুতে কামাবে না। বল্লে, শালী রাগ করবে! বৌ নিয়ে অস্থির তার ওপর শালী, হুর শালা।

প্রকাশ ॥ আচ্ছা তুই যা অন্যসব ম্যানেজ কর। বাবুল এখুনি টাকা নিয়ে আসবে—অন্যদিকে ভাবতে হবে না, আমি দেখছি। যা [দেবু যেতে উদ্যত হয়] হ্যাঁরে মেক-আপ ঠিক আছে তো ?

দেবু ॥ না।

প্রকাশ ॥ মিউজিক ?

দেবু ॥ না।

প্রকাশ ॥ রিকুইজিশন ?

দেবু ॥ না।

প্রকাশ ॥ Artists ?

দেবু ॥ না।

প্রকাশ ॥ Get Out [দেবু মুখ গম্ভীর করে চলে গেল। প্রকাশ অস্থির মেজাজ ঠাণ্ডা করে ম্যানেজারের প্রতি বিনয়ী কণ্ঠে বলে] দেখছেন তো, কত দিকে সামলাবো! উরি বাব্বা! বাপের জন্মে কেউ যেন ডিরেক্টর না হয়।

[রবীন এবং ম্যানেজারবাবু প্রকাশের অবস্থায় বিরক্তিবোধ করে এগিয়ে যায়]

প্রকাশ ॥ কি হল, আপনিও আমায় ছেড়ে চললেন—এ অবস্থায় এতটুকু করুণা হল না! একটু সহযোগিতা করুন, তা না হলে যে পথে মারা যাবো।

ম্যানেজার ॥ আমাদের কিছুই করার নেই। মাফ করবেন।

প্রকাশ ॥ নাট্য জগতের অর্দ্ধেকটা আপনাদের হাতে—আপনারা যদি আমাদের মত ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা না করেন তবে আমরা দাঁড়াবো কি করে? আমাদের আশা আছে—ইচ্ছে আছে—এখন শুধু একটু সহানুভূতি—

ম্যানেজার ॥ দেখুন, লম্বা আদর্শের কথা বলে কিছু হবে না। আগে চাই money—

প্রকাশ ॥ কিন্তু আমাদের এই যে মহৎ প্রচেষ্টা তার কি কোন মূল্য নেই?

ম্যানেজার ॥ রাখুন মশাই আপনার প্রচেষ্টা! টাকা আছে?

প্রকাশ ॥ আপততঃ নেই।

ম্যানেজার ॥ বাড়ী যান। [যেতে উদ্যত]

প্রকাশ ॥ আহা—শুনুন আমরা তো অর্ধেকটা দিয়ে দিয়েছি বাকীটা একটু পরেই দিয়ে দেব (হাত ঘড়ি দেখে, দ্রুত এবং স্বগতঃ) বাবলুটা এখনো আসছে না কেন? [ম্যানেজারের প্রতি] বাবলু—মানে আমাদের একজন সতীর্থ বাড়ীতে টাকা আনতে গেছে আর যতক্ষণ না আসে আপনি ততক্ষণ অন্ততঃ আমাদের অভিনয় চলতে অনুমতি দিন।

ম্যানেজার ॥ তিরিশ বছর ধরে এই লাইনে পেছন পাকাচ্ছি!

প্রকাশ ॥ (আশান্বিত হয়ে) হ্যাঁ—মানে বুঝতেই তো পাচ্ছেন হাজার হোক আপনারা হচ্ছেন এ-লাইনের পুরোনো বিশেষকরে অভিজ্ঞ লোক।

ম্যানেজার ॥ বটেই তো—রবি?

রবীন ॥ বলুন।

ম্যানেজার ॥ এখানকার সব আলো নিভিয়ে দাও।

[ম্যানেজার চলে যেতে চায়]

প্রকাশ ॥ (বিস্ময়ে হতবাক) এঁ্যা!

রবীন ॥ (প্রকাশের কাছে এসে) এঁ্যা নয় হ্যাঁ।

[কথা বলেই প্রস্থান]

প্রকাশ ॥ সেকি! এতগুলো ভদ্রলোক এসেছেন, আপনি এভাবে এঁদের অপমান করছেন!

ম্যানেজার ॥ আপনাদের মতো অভদ্রলোকেদের জন্যেই তো এতগুলো ভদ্রলোককে হয়রাণ হতে হচ্ছে।

প্রকাশ ॥ (বিস্ফারিত তেজে) কী! আমরা অভদ্র! ঠিক আছে, আপনি আলো নেভান তো দেখি—

ম্যানেজার ॥ চোখ রাঙাবেনা, খুব খারাপ হবে।

প্রকাশ ॥ কি খারাপ হবে শুনি ?

ম্যানেজার ॥ পাশে থানা—দেখবেন একবার মজাটা ?

প্রকাশ ॥ হ্যঁা দেখবো (ম্যানেজার প্রস্থানোদ্যত) কি হল সত্যই যাচ্ছেন যে।

ম্যানেজার ॥ একটু অপেক্ষা করুন আমি একটা ঠুকে দিয়ে আসছি।

[ম্যানেজার গম্ভীর ভাবে চলে গেলেন। দর্শকরা অধৈর্য হয়ে পড়লেন। প্রেক্ষাগৃহে ফিসফাস শব্দ শোনা যায়]

প্রকাশ ॥ (দর্শকের প্রতি) আপনারা দয়া করে আমার কথাটা শুনুন; আপনারা ধৈর্য হারাবেন না। Any how আমরা অভিনয় করবো।

[প্রেক্ষাগৃহ থেকে জনৈক দর্শক বলে উঠলেন]

দর্শক ॥ এখানে কি আমরা গোলমাল আর কেলেংকারীর কথা শুনতে এসেছি ? অভিনয় হবে কি না বলুন।

প্রকাশ ॥ হবে।

দর্শক ॥ কবে ?

প্রকাশ ॥ এক্ষুণি হবে—মালিকপক্ষের ব্যবহার তো নিজের চোখে দেখলেন এখন দেখি কি করতে পারি।

দর্শক ॥ কি আর করবেন। সোজা কথা বলে দিন বাড়ী চলে যাই।

প্রকাশ ॥ নিশ্চয়ই যাবেন কিন্তু অনুগ্রহ করে আপনারা আমাদের শেষ অবস্থাটুকু দেখে যান।

[অপর একজন দর্শক বলে উঠলেন]

দর্শক ২ ॥ দেখুন মশাই, অনেকক্ষণ ধরে প্যাঁচড় প্যাঁচর শুনতে পাচ্ছি! এ ঘোড়ার ডিমের ঝামেলা ভাল লাগছে না। সোজা কথা বলছি, এখুনি—মানে পাঁচ মিনিটের মধ্যে যদি নাটক না শুরু করেন তবে সটাসট চেয়ার সব ভেঙ্গে দেব!

প্রকাশ ॥ সেকি!

দর্শক ২ ॥ হ্যাঁ। সোজা কথা—তাতেও যদি না হয় পেট্রোল দিয়ে মঞ্চে আগুন লাগিয়ে দেব।

প্রকাশ ॥ সর্বনাশ! জানেন, এটা কার সম্পত্তি?

দর্শক ২ ॥ আমরা মশাই পাবলিক সম্পত্তি টম্পত্তি ও সব বুঝি না। হাতের সামনে যা পাবো পটাপট তা ভেঙে দেব। আর মাত্র সাড়ে চার মিনিট আছে।

প্রকাশ ॥ দেখুন আপনারা দর্শক—আমাদের নাটক উপস্থাপনা করা—এর ভালমন্দ বিচার করা—এসব দায়িত্ব আপনাদের হাতে। এখন আপনারা যদি এভাবে—

২য় ॥ বিচার করবো কি? নাটকটা হলে না হয় বিচার করে দিতুম! যাক হাতে আর চার মিনিট।

[প্রেক্ষাগৃহ থেকে একপাটি জুতো ছুটে আসে প্রকাশের দিকে]

প্রকাশ ॥ সর্বনাশ! জুতো ছুড়ছেন কে? (একটু দৃপ্ত হবার চেষ্টা করে) দেখুন, আপনারা এই রকম আচরণ করলে আমরা কিন্তু অভিনয় করবো না।

[২য় দর্শক সিট ছেড়ে উঠে পড়ে]

২য় ॥ অভিনয় করবেন না? এতগুলো লোককে যে শুধু শুধু বসিয়ে রাখলেন তার খেসারৎ দিন। (কাছে এগিয়ে আসে) দিন, সব টিকিটের দাম ফেরত দিয়ে দিন।

প্রকাশ ॥ অভিনয়টা হয় কি না আগে দেখুন। না হলে নিশ্চয়ই ফেরত দেব।

২য় ॥ অভিনয় হোক, না হোক, সব টাকা ফেরত দিন।

[তেড়ে আসে]

প্রকাশ ॥ উরি বাবা! এ যে মারতে আসে। দেব দেব এক্ষুণি দিচ্ছি—দেবু—দেবু—

দেবু ॥ (নেপথ্যে) যাই।

প্রকাশ ॥ তাড়াতাড়ি আয়! (২য় দর্শকের প্রতি) ঠিক আছে, ঠিক আছে, দয়া করে তেড়ে আসবেন না, টিকিটটা দেখান—কত টিকিট কেটেছেন?

২য় ॥ টিকিট! আমরা মশাই পাড়ার ছেলে, আমাদের টিকিট লাগে না, এই সব দাদা দিদিরা টিকিট কেটে এসেছেন এদের পয়সা ফেরত দিন।

প্রকাশ ॥ যা বাব্বা!

[দেবু হন্তদন্ত ভাবে নিজের গোঁফ লাগাতে লাগাতে প্রবেশ করে]

দেবু ॥ কি হয়েছে দাদা ?

প্রকাশ ॥ এই ভদ্রলোক বিনা টিকিটে হলে ঢুকেছেন।

দেবু ॥ সে কি! (গোঁফটা ঠোঁট থেকে ঠেনে ছিঁড়ে দেয় প্রকাশের হাতে) ধর তো দাদা। দম দিয়ে দিচ্ছি (হাত গোটায়। ২য় দর্শক পলায়ন করে। দেবু ২য় দর্শকের দিকে ছুটে যায়। ২য় দর্শকের পলায়ন দৃশ্য দেখে দেবু হা—হা—হা—করে হেসে ওঠে) হা—হা—হা— !

প্রকাশ ॥ হা—হা হা (সহসা দাঁত খিচিয়ে) দাঁত বের করে আর হাসতে হবে না। (দেবুর সরস হাসি ম্লান হয়ে যায়) ব্যাপার কিছু বুঝছিস ? নাটক হবে ?

দেবু ॥ কি করে হবে ?

প্রকাশ ॥ কেন ?

দেবু ॥ আজকের নাটক এখানেই শেষ।

[বাবলু উল্লসিত হয়ে বাইরে থেকে আসে]

প্রকাশ ॥ না প্রকাশদা, শেষ নয়—শুরু। নাটক আমাদের হবেই, টাকা ম্যানেজ।

দেবু ॥ টাকা ম্যানেজ! হুঁ রে-রে-। [বাবলুকে কোলে তুলে নেয়] তোকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব রে—

প্রকাশ ॥ [প্রচণ্ড ধমক দেয়] ছাড়—ছাড় ওকে।

দেবু ॥ ধমক দাও কেন ?

প্রকাশ ॥ বাবলু না থাকলে কি করে অভিনয় হতো বলতো—নিজেতো একপয়সা unitকে দিস না।

[দেবু কাঁচুমাচু হয়ে পড়ে]

দেবু ॥ কি করবো আগে তো দিতুম—এখন যে বাজার করি না।

প্রকাশ ॥ (হেসে) যা অন্যদিকগুলো দেখ বাবলু ওপরে গিয়ে আলো জ্বেলে দিতে বল—আর পর্দাটা খুলে দিতে বল। (দর্শকদের প্রতি) আপনারা আর কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করুন। আমি ততক্ষণ অন্যদিকগুলো দেখে নিই। এই কে আছিস, ফাষ্ট বেলটা দিয়ে দে।

[সকলের প্রস্থান। নাট্যকার বাইরে থেকে অতি সন্তর্পণে আসে]

প্রকাশ ॥ কি ব্যাপার নাট্যকার, এত দেরী কেন ?

নাট্যকার ॥ দেরী নয় ভাই, আমি ঠিক সময়েই এসেছি। এতক্ষণ আমি বাইরেটায় বসেছিলাম। আর অনেক কথা ভাবছিলাম। শেষে যখন দেখলাম, বাবলু টাকা নিয়ে হাজির তখন দেখলাম একটু দেরী হবে—কিন্তু নাটক হবে।

প্রকাশ ॥ তা বেশ করেছ—সামনের ঐ খালি সিটটায় বসে আমাকে কৃতার্থ করো—তোমার জন্যই ঐ সিটটা খালি রেখেছি।

[মঞ্চের পর্দা খুলে গেল। প্রকাশ খালি মঞ্চের দিকে তাকিয়ে হতবাক হয়ে পড়লো]

প্রকাশ ॥ একি! এখনো সেট সাজানো হয়নি? তাজ্জব ব্যাপার! এতবড় সেট তাড়াতাড়ি কি করে লাগাবো! দেবু—বাবলু—।

বাবলু ॥ (নেপথ্যে) আসছি। [বাবলু আসে]

প্রকাশ ॥ কি ব্যাপাররে, এখনো সেট সাজানো হয়নি কেন?

বাবলু ॥ সে অনেক ব্যাপার। ভেতরে এই নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করছিলাম। এমন সময় তুমি ডাকলে—পরে সব বলবো।

প্রকাশ ॥ ধ্যাৎ তোর পরে বলবো! এক্ষুণি বল ব্যাপারটা কি?

বাবলু ॥ ভেতরে অনেক গণ্ডগোল।

প্রকাশ ॥ তা আগে জানাওনি কেন?

বাবলু ॥ আমি কি প্রডাকশন ম্যানেজার, দেবুই তো তোমাকে জানাবে।

প্রকাশ ॥ রাস্কেল, [বাবলু মনে করে বাবলুকে প্রকাশ রাস্কেল বললো, প্রকাশ তাই বাবলুকে ভুল না বুঝতে চেষ্টা করে] তুই নয় দেবুটা। দেবুটা একটু আগেও যদি আমোকে জানাতো—।

[দেবুর প্রবেশ]

দেবু॥ একটু আগে জানালে তো বেপাত্তা হয়ে যেতে—আরে শালা বাপের নাম খগেন করে দিল!

বাবলু॥ কে?

দেবু॥ ঐ শালা পেঁচোটা—একেইতো নিগ্রো—তার ওপর সাদাসিদে মেকআপ। ব্যাটা বলে কি না—পাউডার মাখবো—ম্যাক্স-এর অর্ধেক পেষ্টটা ও একাই সাবরে দিল—ইস্ কী কদাকার দেখতে হয়েছে—আদর্শবাদী চরিত্র মাইরি "ভিলেন" হয়ে গেল!

বাবলু॥ আজ হঠাৎ ওর এইরকম মতিগতি হ'ল কেন?

দেবু॥ কে জানে হয়তো পেঁয়াজী টিঁয়াজী কেউ নাটক দেখতে এসেছে—তার জন্যেই হয়তো ব্যাটা একেবারে—

প্রকাশ॥ Get out রাস্কেল—তোকে কি এখানে আলতু ফালতু কথা বলার জন্যে রাখা হয়েছে? দড়ি আনতে বলেছিলাম—এনেছিস?

দেবু॥ হ্যাঁ।

প্রকাশ॥ কোথায়?

দেবু॥ পেঁচো গলায় দিয়ে বসে আছে।

বাবলু॥ এ্যাঁ!

দেবু॥ এ্যাঁ—এ্যাঁ করিসনি—শেষ দৃশ্যে গলায় দড়ি দিয়ে মৃত্যু, দড়িটা ঠিক আছে কিনা একবার দেখে নেবে না?

প্রকাশ॥ চুপ! Get out—(দেবু গম্ভীর হয়ে চলে যেতে

চায়। প্রকাশই তাকে বাধা দেয়) মদ জোগার হয়েছে?

দেবু॥ হ্যাঁ—বিলিতি পাইনি, দিশি এনেছি।

প্রকাশ॥ কোকাকোলা পাসনি?

দেবু॥ আমি তো কোকাকোলা আনিনি—তুমি আমার বললে কৈ? আমায় বললে বিলিতি মদ আনতে। আমি বিলিতি পেলুম না—দিশি এনেছি—

প্রকাশ॥ (তীব্র চিৎকার) Get—out!—[পুনরায় থামিয়ে]—হ্যাঁ—শোন ওটা ফেরত দিয়ে আয়।

দেবু॥ ফেরত নেবে না।

প্রকাশ॥ তবে ফেলে দে।

দেবু॥ অত দামী জিনিসটা ফেলে দেব?

প্রকাশ॥ তবে খেয়ে নে।

দেবু॥ (অন্যমনস্কভাবে) ঠিক আছে। [প্রস্থান]

প্রকাশ॥ বল বাবলু, এখন উপায় কি?

বাবলু॥ উপায় বিনা সেটে অভিনয়।

প্রকাশ॥ সেকি! বিনা সেটে বই? Impossible! নাটকটা কি জানিস তো? (মাথায় হাত দিয়ে) উঃ মাথা জ্বলে যাচ্ছে। এমন একখানা প্রডাকশন্ হাতে নিলাম যার সেটটাই main—নাট্যকারকে বললাম—এমন একখানা নাটক লেখ যার সেটের কোন বালাই থাকবে না।

নাট্যকার॥ (সিট ছেড়ে ওঠে) তাহলে এখন আমি উঠি!

প্রকাশ॥ উঠি! গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়া। তুমি মঞ্চে উঠে এসো—দর্শকদের সামলাও, আমার মাথা ঘুরছে। (নাট্যকার হল ছেড়ে বেরিয়ে যেতে চায়) কি হ'ল পালাচ্ছ কেন? (বাবলুর প্রতি) বাবলু নাট্যকার পালাচ্ছে—ওকে ধরে নিয়ে আয়।

নাট্যকার॥ এই সব ছেলেখেলা দেখে আমি আমার প্রপিতামহের নাম পর্যন্ত ভুলে যাচ্ছি।

প্রকাশ॥ নাট্যকার, তুমি just একটা suggestion দাও—সেট ছাড়া নাটকটা কি করে উপস্থাপনা করবো তার একটা পথ বাতলে দাও।

নাট্যকার॥ মাথা খারাপ! আমার এই নাটকটা আঙ্গিক—প্রধান। সেট ছাড়া ঠিকমত এ নাটকের রস পরিবেশন করা যাবে না।

প্রকাশ॥ আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি—নাট্যকার—এমন একটা নাটক লেখ যার—

নাট্যকার॥ কিন্তু এটা আঙ্গিকের যুগ।

প্রকাশ॥ ধ্যাৎ! রাখ তোমার আঙ্গিক! তোমার আঙ্গিকের ঠেলায় একদিনেই পাঁচশো টাকা গচ্চা! তার ওপর ফিমেল—ছোটখাটো নাট্যসংস্থার পক্ষে এত ঝঞ্ঝাট কি সম্ভব?

নাট্যকার॥ এখন ভাবছি—না।

প্রকাশ॥ উপায় বাত্‌লাও নাট্যকার—আমি কপালে

চড়কগাছ দেখছি—দর্শকরাও ফুলে হাইড্রোজেন বেলুন হয়ে আছে।

[দেবুর প্রবেশ]

প্রকাশ ॥ আবার কি ?

দেবু ॥ খবর দিতে এলুম।

প্রকাশ ॥ কি খবর ?

দেবু ॥ নরেশদা হয়তো আর ফিরবে না।

প্রকাশ ॥ কি করে বুঝলি ?

দেবু ॥ নির্ঘাৎ মাধুরীকে নিয়ে কেটেছে। তা না হলে দেখলে না—গণশার সঙ্গে কেমন ফিস্ ফাস কথা বলতো ?

প্রকাশ ॥ পেটে লাথি মারবো।

দেবু ॥ কেন ?

প্রকাশ ॥ এটা থিয়েটারের জায়গা। শুধু শুধু ভেতরের কেলেংকারী কেন ফাঁস করছিস।

দেবু ॥ নাটক তো হবে না জানি—এই দর্শকরা আমাদের ভেতরের খবরটা জেনে যাক।

[প্রকাশ তেড়ে যায়। দেবুর দ্রুত গমন]

[ষ্টেজবাবুর প্রবেশ]

প্রকাশ ॥ আপনার কি চাই ?

দেব ॥ ইনি হচ্ছেন ষ্টেজবাবু—সেট লাগাবেন।

ষ্টেজবাবু ॥ হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

প্রকাশ ॥ বলুন।

ষ্টেজবাবু॥ দেখুন, আমাদের ফুল টাকা না দিলে আমাদের সিফ্‌টাররা কাজ করবেন না।

প্রকাশ॥ দেব দেব—সব দেব—তবে একটু পরে।

ষ্টেজবাবু॥ কাজটা তাহলে পরেই হবে। [দ্রুত প্রস্থান]

[মেকআপম্যানের প্রবেশ]

মেকআপ॥ আমি বলছিলাম কি—

প্রকাশ॥ কটা কথা?

মেকআপ॥ একটা।

প্রকাশ॥ বলুন।

মেকআপ॥ আমার টাকা সব পাইনি। আমি ভদ্রভাবে বলছি—হাত জোর করে বলছি—দাদা, আমার বাকী টাকা না পেলে আমি মেকআপ খুলে নেব।

প্রকাশ॥ দোহাই আপনার—আমি হাত জোর করছি। আমি যেখান থেকে পারি—দরকার হলে চুরি করেও আমি কাল আপনার টাকা আপনার বাড়ীতে নিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবো।

[আলোবাবুর প্রবেশ]

আলোবাবু॥ প্রকাশবাবু।

প্রকাশ॥ বলুন।

আলোবাবু॥ আমি যেসব সাজ সরঞ্জাম এনেছি তার গাড়ি ভাড়া এখনো পাইনি।

প্রকাশ॥ কত ভাড়া?

আলোবাবু ॥ বারোটাকা।

প্রকাশ ॥ দু'টো স্পট্ আর একটা ডিমার আনতে এতটাকা গাড়ী ভাড়া!

আলোবাবু ॥ আর্জেন্ট কিনা।

প্রকাশ ॥ আগে আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করুন—প্লিজ, উদ্ধার করুন!

আলোবাবু ॥ মাফ করবেন, টাকা না হলে আমি মাল নিয়ে চলে যাচ্ছি। [গজ গজ করতে করতে প্রস্থান]

প্রকাশ ॥ শুনুন—শুনুন।

[মেকআপবাবু আলোবাবুকে অনুসরণ করলো]

প্রকাশ ॥ (মেকআপবাবুর প্রতি) শুনুন।

মেকআপ ॥ (প্রকাশের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে) এযে দেখছি আমার চেয়েও ছেঁচড়া! [দ্রুত প্রস্থান]

বাবলু ॥ ঠিক আছে—আমি দেখছি।

[বাবলু দ্রুত অনুসরণ করে]

প্রকাশ ॥ নাট্যকার কিছু ভাবছো?

ন্যাট্যকার ॥ হ্যাঁ, ভাবছি।

প্রকাশ ॥ ভাল করে ভাব। (একটু পরে) দেবু।

দেবু ॥ (নেপথ্যে) যাই (প্রকাশ্যে) কি দাদা?

প্রকাশ ॥ একগ্লাস জল [দেবুর প্রস্থান। খানিক পরে বাবলু

দ্রুত প্রবেশ করে। প্রকাশ মাথায় হাত রেখে গভীর চিন্তায় মগ্ন]

বাবলু ॥ প্রকাশদা

প্রকাশ ॥ (আস্তে) Get—out।

বাবলু ॥ ভেতরে সাংঘাতিক—

প্রকাশ ॥ (জোরে) Get—out !

[দেবু জল হাতে প্রবেশ করছিল। প্রকাশের কথা শুনে চমকে ওঠে। দেবু কাঁপা-হাতে গ্লাস নিয়ে চলে যেতে চায়]

প্রকাশ ॥ (দেবুকে) তুই না। (বাবলুর প্রতি) You.

[বাবলু চলে যায়]

দেবু ॥ (বাবলুর বিষণ্ণ গমন দেখে ঘাবড়ে যায়। ভয়ে ভয়ে প্রকাশের কাছে আসে) জল।

প্রকাশ ॥ নাট্যকারকে দে। [নাট্যকারকে জলের গ্লাস এগিয়ে দেয়]

নাট্যকার ॥ না—না, আমি জল খাবো না।

প্রকাশ ॥ খেয়ে নাও—খেয়ে নাও। পরে হয়তো জল না খেয়েই মরতে হবে।

[নাট্যকার জল খায়। দেবু গ্লাস নিয়ে চলে যেতে চায়। কিছুটা গিয়ে একটু থামে। পরে প্রকাশের কাছে এসে সভয়ে বলে]

দেবু ॥ প্রকাশদা ! আর একটা সর্বনাশ হবে ?

প্রকাশ ॥ কি ?

দেবু ॥ ছবিদি এখনো আসেনি।

প্রকাশ ॥ Get—out—[দেবু চলে গেল। নাট্যকারের প্রতি রাগত কণ্ঠে বলে] নাট্যকার, এত করে বললাম, একটা নারী বর্জিত নাটক লেখ—বললাম, সেট ছাড়া নাটক লেখ—আলোর কাজ থাকবে না—ধ্যুৎ, কোন কর্মের নয়—এখন অবস্থা—

[নেপথ্যে কে যেন বলে উঠলো 'টাইট করে দিয়েছে']

প্রকাশ ॥ (বিরক্তি) ইডিয়েট।

দেবু ॥ (দ্রুত প্রবেশ) সর্বনাশ, মেকআপ ম্যান সব মেকআপ খুলে ফেলছে।

প্রকাশ ॥ (ক্ষিপ্ত হয়ে দেবুকে তাড়া করে। দেবু এক পা এক পা করে পিছিয়ে যায়) বেরো—বেরিয়ে যা! (দেবু খানিকটা গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে) নাট্যকার, শরীর ঝিম-ঝিম করছে। ভগবান এই মুহূর্তে কেন আমার থ্রমবসিস্ হচ্ছে না! নাট্যকার, তুমি দর্শকদের বলে দাও—আমি নেই।

[নেপথ্যে চিৎকার—"মরে গেছে, ডাষ্টবিনে ফেলে দিয়ে আয়"]

নাট্যকার ॥ কি ব্যাপার, দেবু ?

দেবু ॥ একটা হুলো ইঁদুর ষ্টেজের নীচে পড়ে রয়েছে—পচে গেছে—বিশ্রী গন্ধ, তাই ওটাকে ফেলে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

প্রকাশ ॥ উঃ, মাথাটা কেমন যেন কট্ কট্ করছে—গলাটায়—

[নেপথ্যে পুনরায় চিৎকার—'দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে আয়।']

প্রকাশ ॥ নাট্যকার, দর্শকদের আমার হয়ে বলে দাও——আজকের নাটক এইখানেই শেষ। [হলের মধ্যে গুঞ্জন ধ্বনি শুরু হয়। একজন দর্শক বলে ওঠে—এতক্ষণ কি ন্যাকামো হচ্ছে?]

নাট্যকার ॥ (দর্শকদের সামলানোর জন্যে মঞ্চের সামনে এসে হাত জোর করে বলে) আপনারা দয়া করে চুপ করুন।

দর্শক ॥ চুপ করবো কি মশাই! এতক্ষণ আশ্বাস দিয়ে—চালাকী পেয়েছেন?

নাট্যকার ॥ এর মধ্যে চালাকির কিছু নেই, আপনারা দয়া করে আমার কথাটা শুনুন। আপনারা আগে চুপ করে বসুন—আজকের যে নাটকটা হল না তার জন্যে সম্পূর্ণভাবে আমিই দায়ী। সেই জন্যে আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি, আমরা একটা নতুন নাটক আপনাদের সামনে উপস্থিত করবো।

দর্শক ॥ আমাদের হাতে অত সময় নেই!

নাট্যকার ॥ দয়া করে আমার কথাটা একটু শুনুন না কেন!

দর্শক ॥ কি শোনাবেন মশাই, নতুন নাটক শুরু করবেন

এই তো? কিন্তু কখন শুরু হবে? রাত বারোটায় না একটায়?

নাট্যকার ॥ আজ্ঞে ধরুন, নাটকটা শুরু হয়ে গেছে আধ ঘণ্টা আগেই।

প্রকাশ ॥ নাট্যকার, দর্শকদের কাছে চাল মেরো না; বাজারে চালের দাম হু হু করে বেড়ে চলছে—সবাই নিতে পারবে না।

নাট্যকার ॥ আপনি চুপ করে বসুন ঐ দিকটায়—আমি দেখছি।

প্রকাশ ॥ কি! জান আমি ডিরেক্টর?

নাট্যকার ॥ কিন্তু আগে নাটক, তারপর ডিরেক্টর। আমি একটা নতুন নাটক সৃষ্টি করবো।

প্রকাশ ॥ মঞ্চটা কি চ্যাংড়ামোর জায়গা?

নাট্যকার ॥ আপনি কোন কথা বলবেন না—চুপ করে বসুন।

দেবু ॥ চুপ করে—

প্রকাশ ॥ (ক্ষেপে ওঠে) চুপ!

দেবু ॥ আরে বাবা দেখ না, ব্যাপারটা কি হয়?

প্রকাশ ॥ রাবিশ! [মঞ্চের একপাশে গিয়ে গুম হয়ে বসে পড়ে]

নাট্যকার ॥ দেবু, শোন—এক্ষুণি আমরা একটা নতুন নাটক সৃষ্টি করবো।

দেবু ॥ ঠিক আছে—আমি যাই কাগজ কলম নিয়ে আসি। [যেতে উদ্যত—নাট্যকার থামায়]

নাট্যকার ॥ আহা! কাগজ কলম কি হবে! নাটক সৃষ্টি করতে গেলে সবার আগে চাই চরিত্র—তুমি এখন চরিত্র খুঁজে নিয়ে আসবে।

প্রকাশ ॥ আমি এখন উঠি!

নাট্যকার ॥ (প্রকাশকে বাধা দেয়) উহুঁ, আপনি এখানে বসে থাকবেন। কারণ, আপনি হচ্ছেন ডিরেক্টর। আপনি লক্ষ্য করবেন আমরা যে নাটকটা করছি তা জমছে কিনা!

প্রকাশ ॥ দেখ নাট্যকার, আগের নাটক নিয়ে তুমি আমাকে চৌদ্দ ভুবন দেখিয়েছ—ব্রেনের নাটবল্টু সব খুলে যাচ্ছে, একদম ফাজলামো করো না।

নাট্যকার ॥ আপনি আমার কথাটা শুনুন না কেন! আগে দেখুন না নাটকটা কেমন হয়?

প্রকাশ ॥ কি নাটক, কি তার বিষয়বস্তু, কোন চরিত্রে কে অভিনয় করছে—এ সব কিছুই জানতে হবে না?

নাট্যকার ॥ না। কেননা, এ নাটকে কোন নির্দিষ্ট চরিত্র নেই, কোন particular subject matter নেই—জনসাধারণের মধ্যে থেকেই চরিত্র আসবে। দেবু, যাও চরিত্র নিয়ে এসো।

দেবু ॥ মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে।

নাট্যকার ॥ গুলিয়ে যাবে কেন?

দেবু ॥ চরিত্র কোথা থেকে আনবো?

নাট্যকার ॥ যাঁরা আজ নাটক দেখতে এসেছেন—এইসব দর্শকদের মধ্যে থেকে ধরে নিয়ে এসো।

দেবু ॥ ঠিক আছে।

প্রকাশ ॥ এই, যাচ্ছিস কোথা? ঠ্যাঙানী খাবার ইচ্ছে হয়েছে?

নাট্যকার ॥ (প্রকাশের ব্যবহারে বিরক্তিবোধ করে) দেখুন, আমাদের নাটক কিন্তু শুরু হয়ে গেছে।

প্রকাশ ॥ শুরু হয়েছে তো শুরু হয়েছে—তারপর কাকে ধরতে কাকে ধরে নিয়ে আসবে!

নাট্যকার ॥ যাকে খুশী—কেন না, drama itself is a democratic art—এ নাটকের চরিত্র যে কেউ হতে পারে।

প্রকাশ ॥ কপচাবে না। এটা কি নান্দিকারের 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র' পেয়েছ?

নাট্যকার ॥ দেবু, তুমি যাও।

দেবু ॥ (ভয়ে ভয়ে) তারপর ধরে পেঁদিয়ে দেবে না তো?

নাট্যকার ॥ না না, তুমি গিয়ে বল নাট্যকার ডাকছে—দেখবে সবাই আসবে।

দেবু ॥ হল শুদ্ধু লোক মঞ্চে উঠে এলে জায়গা হবে কী করে?

নাট্যকার ॥ আরে না হে না, তোমার যাকে পছন্দ হবে তাকেই ডেকে আনবে—যাও।

[দেবু মঞ্চ থেকে প্রেক্ষাগৃহে নেমে আসে]

প্রকাশ ॥ কিন্তু নাটকে conflict, action, reaction—এসব চাই।

নাট্যকার ॥ এ সবই পাবেন। আগে ব্যাপারটা দেখুন না কেন, এটা হচ্ছে একটা experiment.

প্রকাশ ॥ ধ্যাৎতোর experiment! [প্রকাশ গুম হয়ে নিজের জায়গায় বসে পড়ে]

দেবু ॥ (প্রেক্ষাগৃহে জনৈক ভদ্রলোকের প্রতি) ও মশাই, শুনুন।

ভদ্র ॥ আমি?

দেবু ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ—আপনি একবার আসুন না।

ভদ্র ॥ কেন?

দেবু ॥ নাট্যকার আপনাকে ডাকছেন।

ভদ্র ॥ আমাকে, কি আশ্চর্য, আমাকে কেন?

দেবু ॥ আসুন না, মজা হবে।

ভদ্র ॥ কিন্তু ব্যাপার কি, আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

দেবু ॥ আমিও কি ছাই বুঝতে পাচ্ছি নাকি? নিন—আসুন—আসুন। [দেবু ভদ্রলোককে নিয়ে মঞ্চের ওপরে উঠে আসে] এই নিন, আপনার চরিত্র।

ভদ্র ॥ দেখুন, আমি কিন্তু অভিনয় করতে পারি না—শুধু শুধু আমাকে কেন যে ডেকে আনলেন—

নাট্যকার ॥ আপনি হবেন আমার নতুন নাটকের একটা চরিত্র।

ভদ্র ॥ ইয়ারকি পেয়েছেন?

নাট্যকার ॥ কেন বলুন তো ?

ভদ্র ॥ ইয়ারকি নয়তো কি ? বসেছিলাম দর্শকের আসনে আর হয়ে গেলাম নাটকের চরিত্র ! একটু পরে বলবেন, মরে যান—তারপর বলবেন, বেঁচে উঠুন।—এগুলো ইয়ারকি নয় তো কি ?

নাট্যকার ॥ আহা ! রাগ করছেন কেন ? আপনি করেন কি ?

ভদ্র ॥ জেনে লাভ ?

নাট্যকার ॥ লোকসান কিছুই নেই।

ভদ্র ॥ বলবো না।

দেবু ॥ বলতে হবে।

ভদ্র ॥ বলে উপকার কিছু আছে ?

নাট্যকার ॥ ঠিক তা বলতে পারি না--তবে একটা নাটক হবে।

দেবু ॥ নতুন নাটক।

ভদ্র ॥ নাটক, চালাকী পেয়েছেন !

প্রকাশ ॥ চালাকীর কি মশাই, উনি যা জানতে চাইছেন—আপনি তা বলুন না কেন ?

ভদ্র ॥ সরকারী বাসে চাকরী করতাম।

নাট্যকার ॥ করতাম কেন ?

ভদ্র ॥ চাকরীটা গেছে বলে।

নাট্যকার ॥ এখন কি করেন ?

ভদ্র ॥ বেকার।

নাট্যকার ॥ চাকরীটা গেল কী করে ?

ভদ্র ॥ সত্যি কথা শুনবেন, না মিথ্যে কথা শুনবেন ?

দেবু ॥ সত্যি শুনবো।

ভদ্র ॥ গুলফা করে ?

নাট্যকার ॥ গুলফা! সেটা আবার কি ?

ভদ্র ॥ পঁচিশ পয়সা পর্যন্ত without টিকিটে গিয়ে দশ পয়সা নিজের পকেটস্থ করা।

নাট্যকার ॥ অ:—মিথ্যের আশ্রয়ে! মানে চুরি করে—?

ভদ্র ॥ চুরি! চুরি করে না কোন শালা! আমার প্রয়োজনে আমি যখন (শ্রম) দিচ্ছি—এর বিনিময়ে নিজের জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অর্থ সংগ্রহ করাকে আপনি চুরি করা বলেন ? আর যারা আমাদের শুষছে —ঠকাচ্ছে তারা সব সাধু! চোর নয় ? ছি:! আর আপনারা, আপনারা হচ্ছেন নাট্যকার! শুধু লম্বা লম্বা গাল ভরা কথা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে লিখতে পারেন। শুধু কথার ফুলঝুরি ছুটিয়ে সস্তা প্রশংসা নেওয়ার চেষ্টা!— সত্য মিথ্যা বুঝতে পারেন না—বিচার করতে পারেন না ?—মরে যান, মরে যান! দুঃখের কথা অনেকে লিখতে পারে—অনেকে লিখেছে। আপনাদের দিয়ে কিছু হবে না—আপনাদের কোন দরকার নেই।

নাট্যকার ॥ আপনি শুধু শুধু আমার ওপর রাগ করছেন। আমার কথাটা বোঝার চেষ্টা করুন!

ভদ্র ॥ আপনি কি বোঝাবেন ? আদর্শ আর আবেগের

কথা! রসালো আবেগে পেটের ক্ষিদে যায় না নাট্যকার বাবু! আপনারা সকলে বলবেন—আমি অন্যায় করেছি, আমি চুরি করেছি। কিন্তু কেন আমি চুরি করেছি? আপনারা বিশ্বাস করুন, আমি চুরির জন্যে চুরি করিনি আমি চুরি করেছি আমার অসুস্থা মায়ের জন্যে। রুগ্ন ভাই দুটোর জন্যে। (আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ে) শুধু এখানেই সব নয়। বাড়ীতে উপযুক্ত বোন, তার জন্যে একটা ভাল ছেলে জোগাড় করা পরের কথা—তার পরণের কাপড়টাও ঠিকমত জোগাড় করতে পারিনা ভাইয়েদের পণ্ডিত হবার সখ শেষ করে দিয়েছি। তারপর ধরুন—বাড়ীতে আধবেলা খাওয়া—নিজের জন্যে রিলিফ এরপর আপনারাই বলুন, আমার চুরি করাটা অন্যায়? (নিজেকে সংযত করে) এই দেখুন, আবেগের চাপে খানিকটা অভিনয় করে ফেললুম, অভিনয়টা বেশ জমেছিল কি বলেন?

প্রকাশ॥ দারুণ, এইটুকু বেশ চলবে।

নাট্যকার॥ (ভদ্রলোককে) আপনি বসুন।

ভদ্র॥ আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না?

নাট্যকার॥ ধন্যবাদ! আপনি বরং একটু বসুন।

ভদ্র॥ কোথায়?

নাট্যকার॥ আপনি আপনার সিটে যান। (ভদ্রলোক প্রেক্ষাগৃহে নিজের সিটে বসলেন) একটা সমস্যা—মানে বেশ জটিল সমস্যা।

[নাট্যকার চিন্তিত হয়ে মঞ্চে পায়চারী করে]

দেবু॥ নাটকটা কি শেষ হয়ে গেল ?

নাট্যকার॥ না, শেষ হয়নি—একটা দৃশ্য শেষ হ'ল। এবারে আরম্ভ হবে দ্বিতীয় দৃশ্য। (দর্শকের কাছে এসে বলে) মাফ করবেন। এবারে আমি এমন একটা চরিত্র চাইছি—যিনি জীবনের সত্য প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন। শুধু তাই নয়, যিনি আমাদের সমাজের কথা—সমাজের মঙ্গল অমঙ্গলের সব রকম বিষয় চিন্তা ভাবনা করেন—অর্থাৎ আমাদের সমাজ জীবনের মঙ্গলের কথা ভাবেন। দয়া করে কেউ যদি আমাকে একটু সাহায্য করেন—প্লিজ একজন আসুন।

[প্রেক্ষাগৃহ থেকে সমাজ সংস্কারক বলে ওঠে]

সমাজ॥ আমি আসতে পারি ?

নাট্যকার॥ ধন্যবাদ, আসুন।

[সমাজ সংস্কারক মঞ্চে উঠে আসে]

সমাজ॥ আচ্ছা, আপনাদের ব্যাপারটা কি বলুন তো ?

প্রকাশ॥ ব্যাপারটা হচ্ছে একটা experiment—মানে—

দেবু॥ একটা নতুন নাটকের—

নাট্যকার॥ এক্‌জ্যাক্টলি !

সমাজ॥ আমি যদি বলি—আমি একজন সমাজসংস্কারক, আপনারা তা বিশ্বাস করবেন ?

দেবু॥ বিশ্বাস করতে চেষ্টা করবেন। তিনে—তি—নে—

সমাজ ॥ বয়েস কত ? ফাজলামো কর়ো না। আমি যার তার সঙ্গে কথা বলি না।

নাট্যকার ॥ আপনি আমার সঙ্গে কথা বলুন। হ্যাঁ— আপনার নামটা যেন কি ?

সমাজ ॥ সর্বশ্রী হারাধন পাঁজা।

নাট্যকার ॥ আচ্ছা পাঁজাবাবু, আপনি একটু চিন্তা করতে পারেন ?

সমাজ ॥ কখন ? রাতে না দিনে ?

নাট্য ॥ ধরুন, এখন।

সমাজ ॥ খুব পারি। এই ধরুন না কেন—আপনাদের যে problem—মানে টাকা কড়ির problem আর কি, দু'একদিন আগে জানতে পারলে আমি না হয় কিছু টাকা donation দিয়ে দিতাম। আপনারা না হয় আমাকে ভালবেসে আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি করে দিতেন।

[অন্যমনস্কভাবে প্রকাশ পায়ে চাপড় দিয়ে মশা মারছিল]

প্রকাশ ॥ রাবিশ !

সমাজ ॥ কি বল্লেন ?

প্রকাশ ॥ এখানে বড্ড মশার উপদ্রব।

সমাজ ॥ মশা ! ও—হো-হো-হো মশা ? হেঁ-হেঁ-হেঁ।

নাট্যকার ॥ শুনুন !

সমাজ ॥ বলুন।

নাট্যকার ॥ ঐ ভদ্রলোকের কথাতো সব শুনেছেন—ওনার কিছু উপকার করতে পারেন ?

সমাজ ॥ হ্যাঁ পারি। আমি ওনাকে আমার ফ্যাকটারীতে provide করতে পারি।

নাট্যকার ॥ ধন্যবাদ।

সমাজ ॥ জানেন, এটা তো সামান্য। এ পর্যন্ত বিনা স্বার্থে আমি যে কত মানুষের উপকার করেছি তার কোনো হিসেব নেই। এই দেখুন না, সেবার একটা ছেলে পরীক্ষার ফিস দিতে পারছিল না—আমি তার ব্যবস্থা করেছি একজন ভদ্রলোক—গরীব—মারা গিয়েছিলেন, আমি নিজের হাতে তার সৎকারের ব্যবস্থা করেছি। তারপর ধরুন না কেন, এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার একটা কঠিন রোগ হয়েছিল আমি অনেক চেষ্টা করে তাকে হাসপাতালের একটা বেড জোগাড় করে দিয়েছি—তাকে দেখাশোনা করা তার পথ্যি জোগাড় করার সমস্ত দায়িত্ব আমি নিজের হাতে নিয়েছি।

নাট্যকার ॥ সত্যি আপনি মহান।

সমাজ ॥ এ বলে লজ্জা দেবেন না। আমি বিনা স্বার্থে দেশ ও দশের উপকার করবো বলেই তো এই ভিখিরি বেশ ধারণ করেছি। যদিচ তাঁর পরণে বহু মূল্যবান পোষাক)—এভাবে কোন রকমে জীবনটা টিকিয়ে রেখে পাঁচজনের উপকার করে যাবো।

[প্রেক্ষাগৃহ থেকে একজন বিপক্ষ দলের লোক চিৎকার করে উঠলো]

বিপক্ষ ॥ মিথ্যা কথা। উনি গুল দিচ্ছেন

নাট্যকার ॥ (ঘাবড়ে গিয়ে) কি ব্যাপার ?

সমাজ ॥ ওনার কথায় বিশ্বাস করবেন না। উনি আমার বিপক্ষ দলের লোক। আমি সামনের বারে বিধান সভায় দাঁড়াচ্ছি কিনা—তাই উনি—

বিপক্ষ ॥ বা! নাট্যকারবাবু, ওনার সত্য ভাষণটা আপনার এই নাটকে ছাপিয়ে দেবেন—বাজারে কাটবে ভাল।

নাট্যকার ॥ আপনার কোন বক্তব্য থাকলে আপনি মঞ্চে আসুন। [ভদ্রলোক মঞ্চে উঠে এলেন] বলুন, কি বলতে চান।

সমাজ ॥ ওকে মঞ্চ থেকে নামতে বলুন।

নাট্যকার ॥ কেন ?

সমাজ ॥ আপনি আমাকে আগে ডেকেছেন। মঞ্চে আমিই থাকবো

বিপক্ষ ॥ সে কি করে হয়! একটু আগেই নাট্যকার বলেছেন—নাটক হচ্ছে গণতান্ত্রিক শিল্প। যে কেউ এ নাটকের চরিত্র হতে পারে।

সমাজ ॥ আমাকে অপমান করা হচ্ছে।

বিপক্ষ ॥ সে কি! এখনো তো আসল কথাটা বলা হয়নি—এরই মধ্যে এত উত্তেজনা! দাঁড়ান ব্যবস্থা করছি। (দর্শকদের সামনে এসে) এই যে ভদ্রলোককে দেখছেন

—চকচকে জামা কাপড় পরা—এরকম নমুনা আমাদের সমাজে আরো পাবেন—ইনি হচ্ছেন একজন সমাজ বিশারদ—অর্থাৎ একজন ফাষ্টক্লাস বেজন্মা।

সমাজ ॥ এই, খিস্তি করবেন না বলছি।

বিপক্ষ ॥ আহা। চটবেন না! আচ্ছা স্যার, আপনি তো ঐ বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার নাকি অনেক উপকার করেছেন।

সমাজ ॥ নিশ্চয়ই করেছি।

বিপক্ষ ॥ আচ্ছা, ঐ বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার শুনেছি নাকি এক পরমাসুন্দরী মেয়ে ছিল—সেই মেয়েটার সঙ্গে আপনার কি যেন একটা relation—বিশ্বস্তসূত্রে জানলাম পার্কসার্কাসে নাকি একটা ফ্লাটও ভাড়া করে রেখেছেন। সেখানে ঐ মেয়েটি থাকে। মাঝে মাঝে আপনি সেখানে গিয়ে রাতও কাটিয়ে আসেন।

সমাজ ॥ (উত্তেজিত হয়ে) রাস্কেল!

বিপক্ষ ॥ বড়বাজারে সিমেণ্টের দোকানে যে সিমেণ্ট বিক্রি করেন তাতে নাকি আপনি সচরাচর গঙ্গামাটি ভেজাল দিয়ে থাকেন—কি দেন না? (থেমে) আপনার বড় বৌমার সঙ্গে যেন কি একটা অবৈধ সম্পর্ক ইদানিং গড়ে—

প্রকাশ ॥ ছ্যা! ছ্যা! কি হচ্ছে কি?

দেবু ॥ চেপে যাও—চেপে—action, reaction.

বিপক্ষ ॥ তারপর সেবার যখন সাঁতরাগাছিতে খুনের মামলায়

জড়িয়ে পড়লেন—পুলিশ বোধহয় এখনো আপনার খোঁজ করছে।

সমাজ ॥ চুপ, শুয়ার কোথাকার।

বিপক্ষ ॥ এখানে এসেও মাতব্বরি! এখানে আপনার পোষা গুণ্ডা নেই। এটা পাড়া নয়—মঞ্চ।

সমাজ ॥ জুতিয়ে মুখ সোজা করে দেব।

নাট্য ॥ গালাগালি দেবেন না।

দেবু ॥ উইথড্র করুন।

সমাজ ॥ জোট পাকিয়েছ! ঠিক আছে আমি সবাইকে দেখে নেব! [চলে যেতে চায়]

নাট্যকার ॥ এবার প্রবলেমটা কিন্তু সলভ্ হল না।

সমাজ ॥ এভাবে পেছনে লাগলে কোন প্রবলেম সলভ্ হবে না। [পাঁজা মঞ্চ থেকে নামতে যায়]

বিপক্ষ ॥ কি হল শুনুন, যাচ্ছেন কোথায়? ও পাঁজাবাবু—শুনুন।

[বাইরে থেকে এক ভদ্রলোক মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসে]

ইনস্পেক্টর ॥ জাষ্ট এ মিনিট—(পাঁজার প্রতি) আপনার নামটা যদি অনুগ্রহ করে—

দেবু ॥ সর্বশ্রী হারাধন পাঁজা।

ইনস্পেক্টর ॥ I see, I am correct.

নাট্যকার ॥ আপনার কিছু বলার থাকলে ওপরে আসুন।

ইনস্পেক্টর ॥ (ওপরে আসেন) পাঁজাবাবুর সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।

নাট্যকার ॥ ওপরে আসুন। (বিপক্ষদলের লোকের প্রতি) আপনি আপনার সিটে যান। [চলে যায়]

ইনস্পেক্টর ॥ (পাঁজার প্রতি) আমি আই. বি. ডিপার্টমেণ্ট থেকে আসছি (কার্ড দেখায়)। আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে, you are under my arrest—আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

[একজন সাদা জামা পরে বাইরে থেকে এলেন. পাঁজা বাবুকে নিয়ে তিনি এগিয়ে চললেন পেছনে যেতে লাগলেন ইনস্পেক্টর]

দেবু ॥ যা বাব্বা! ইল্লে পোঁ। (প্রকাশের প্রতি) কিছু বুঝলে দাদা ?

প্রকাশ ॥ না।

দেবু ॥ আমিও না। (নাট্যকারের প্রতি) আপনি কিছু বুঝলেন ?

নাট্যকার ॥ (গম্ভীর হয়ে) হুঁ।

দেবু ॥ কি ?

নাট্যকার ॥ নাটকের ক্লাইমেক্স।

[বাবলু মঞ্চে এসে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকে]

ইনস্পেক্টর ॥ (মঞ্চের সামনে এসে) না, আর একটু বাকী আছে। আচ্ছা, এতক্ষণ ধরে যে নাটকটা হচ্ছিল সে নাটকটা কার লেখা ?

দেবু ॥ (নাট্যকারকে দেখিয়ে) এনার লেখা।

ইনস্পেক্টর ॥ ডিরেক্টর ?

দেবু ॥ এই আমাদের প্রকাশদা।

ইনস্পেক্টর ॥ আচ্ছা, নাটকটা কদ্দিন আগের লেখা ?

দেবু ॥ এখনো লেখা হয়নি—পরে লেখা হবে।

ইনস্পেক্টর ॥ If you dont mind এই নাটকের permission টা যদি একটু দেখান।

নাট্যকার ॥ নাটকটা এখনো লেখা হয়নি।

ইনস্পেক্টর ॥ কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যে তা বোঝার মত ক্ষমতা নিশ্চয়ই আমাদের আছে। যাক্ permission টা দেখান।

নাট্যকার ॥ নাটক লেখা হলে তবে তো---

ইনস্পেক্টর ॥ বাজে বকবেন না। এত দর্শক কি বোকার মত এখানে বসে আছে ? বলুন পারমিশন ছাড়াই নাটকটা অভিনীত হচ্ছিল।

নাট্যকার ॥ বিশ্বাস করুন —নাটকটা লেখা হয়নি—

ইনস্পেক্টর ॥ না লেখা হলেও লিখিত পারমিশন চাই।

প্রকাশ ॥ নাই।

ইনস্পেক্টর ॥ আপনারা দু'জনেই আমার সঙ্গে আসুন!

প্রকাশ ॥ (প্রেক্ষাগৃহের আলো নিভে গেল) আপনি এগিয়ে যান, আমরা আসছি। (ইন্‌স্পেক্টর এগিয়ে গেল) চল নাট্যকার। (মঞ্চের আলো আস্তে আস্তে আবছা

হয়ে আসে। শুধু একটা স্পট বাবলুর দিকে গিয়ে পড়লো। বাবলু হাততালি দিতে দিতে এগিয়ে আসে]

বাবলু ॥ বাঃ চমৎকার! (নাট্যকার প্রকাশ মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে বাবলুর দিকে চেয়ে থাকে) নাটক তো হল না। তাছাড়া যাও বা একটা নাটক হ'ল তাতে তোমরা সকলে কেমন সুন্দর অভিনয় করলে। কত নতুন শিল্পীদের chance দিলে! আর আমি? আমি যেমন নেপথ্যে ছিলাম ঠিক তেমনি রইলাম—আমাকে দিয়ে কোন কথা বলালে না।

প্রকাশ ॥ বেশ তো, তোর যদি কিছু বলার থাকে বল।

বাবলু ॥ কি বলবো? তোমাদের নাট্য-আন্দোলনের কথা? আমার দরদ আর পরিশ্রমের কথা? আমার অন্তরের স্বপ্নের কথা! কিন্তু কেন—শুনবে?

নাট্যকার ॥ আমরা শুনবো।

বাবলু ॥ আরতো আমি বলতে পারি না প্রকাশদা। আমাদের গ্রুপটা ভেঙ্গে গেল—নাটক হয়তো আজকের মত শেষ হল—আমি কিন্তু নেপথ্যে রইলাম! কত কথা কত ব্যথা বুকের মধ্যে জমা হয়ে আছে! একবার যেকালে সুযোগ পেয়েছি, বলেই ফেলি—কি বল?

প্রকাশ ॥ নিশ্চয়ই বলবি।

বাবলু ॥ জান, আমার বাবা আমার মায়ের জীবনের কোন সাধই মেটাতে পারেনি। অনেক কষ্টের পয়সায় বাবা মাকে একটা আসল সোনার হার গড়িয়ে দিয়েছিল।

অথচ কি আশ্চর্য দেখ, এই হার তৈরী করার ঠিক চৌদ্দ দিন পরেই বাবা আমাদের ছেড়ে পালিয়ে গেল (মৃত্যু)। আর দেখ—আজ যখন সামান্য ক'টা টাকার জন্যে আমাদের আন্দোলনটা ভেঙ্গে যাচ্ছিল তখন কোন উপায় না দেখে আমি আমার বাবার শেষ স্মৃতিটুকু বিক্রি করে দিয়েছি।

প্রকাশ ॥ কি বল্লি ?

বাবলু ॥ (কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে) আমি মায়ের গলার হার চুরি করে বিক্রি করে দিয়েছি। (প্রকাশ গালে চড় মারে) তোমাদের ষ্টেজের জন্যে, নাটকের জন্যে— আন্দোলনের জন্যে !

প্রকাশ ॥ ইডিয়েট, মায়ের গলার হার বিক্রি করে দিয়েছিস ? (ক্রমান্বয়ে চড় মারতে থাকে) রাসকেল !

বাবলু ॥ তুমি আমাকে মারো—মারো—আরো মারো

[প্রকাশকে ধরে ছেলেমানুষের মত কেঁদে ফেলে। প্রকাশ ওকে বুকে টেনে নেয়]

প্রকাশ ॥ হ্যাঁ—মারবই তো। (মারে) ইডিয়েট্—নাটক ! আন্দোলন ! পরীক্ষা নিরীক্ষা !—সংস্কৃতি—রাবিশ ! (গলার সুর ক্রমশঃ মিহি হয়ে আসে। মনেপ্রাণে একটা ব্যাকুল অস্থিরতা) রাবিশ !—রাবিশ !

[নাট্যকার স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে মঞ্চের বাঁ দিকে। পর্দা আস্তে আস্তে পড়ে যায়]